দ্বাদশ কলকাতা আন্তর্জাতিক শিশু কিশোর চলচ্চিত্র উৎসব, ২০২৬ উপলক্ষ্যে প্রকাশিত দৈনিক বুলেটিন

বায়স্কোপের বাক্স

শিশু কিশোর আকাদেমি, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

সংখ্যা ৭ | ২৯ জানুয়ারি ২০২৬ বৃহস্পতিবার

আনন্দ সাত দিন মনে রাখে বেশ। এবারের উৎসব আজ হল শেষ।।

সমাপ্তি কথন

এগিয়ে চলার এক অনুপম মশাল

অর্পিতা ঘোষ

উৎসব অধিকর্তা এবং সভাপতি, শিশু কিশোর আকাদেমি

শেষ হল দ্বাদশ কলকাতা আন্তর্জাতিক শিশু কিশোর চলচ্চিত্র উৎসব। এ বছর উৎসবে দেখানো হয়েছে মোট ১৮০টি ছবি। তার মধ্যে আছে ৩২টি দেশের ১০৮টি ছবি। সারা শহর জুড়ে মোট ৮টি প্রেক্ষাগৃহে ছবি দেখানোর ব্যবস্থা হয়েছিল। এবারের উৎসবের থিম ছিল 'গুপ্তধনের অভিযান'। এবারেও খুদে ফিল্মোৎসাহী শিশু-কিশোরদের জন্য ছিল ডেলিগেট কার্ড। সারা বাংলা থেকে খুদে ডেলিগেটের সংখ্যা এবার প্রায় হাজার দেড়েক!! আমরা তো অভিভূত।

সাম্প্রতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে আমরা ঠিক করেছিলাম, এবার এই উৎসবে বাংলা ভাষার ওপর জোর দেওয়া হবে। সেজন্যই উদ্‌বোধনের জন্য বেছে নেওয়া হয় সত্যজিৎ রায়ের 'সোনার কেল্লা'। উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দুই বিশিষ্ট চলচ্চিত্র পরিচালক সন্দীপ রায় এবং গৌতম ঘোষ। অবশ্য উৎসবের প্রদীপ জ্বালিয়েছে এই উৎসবের ঐতিহ্য মেনে 'নয়ন রহস্য' ছবির শিশুশিল্পী অভিনব বড়ুয়া। এ বছর বাংলা ছবির একটি আলাদা বিভাগও রাখা হয়েছিল। অন্যান্য দেশি-বিদেশি ছবির সঙ্গে ছিল মোবাইলে তৈরি ছোটোদের ৪০টি ছবির প্রদর্শনীর ব্যবস্থাও। প্রতিবারের মতোই গুপ্তধন এবং অ্যাডভেঞ্চার থিমের ওপর ভিত্তি করে সেজে উঠেছিল গোটা নন্দন চত্বর। ছোটোদের মন জয় করার জন্য চত্বরের বিভিন্ন জায়গায় সাজানো ছিল মোহরভরা সিন্দুক কিংবা মণিরত্নে ভরা কলশি। মূল ফটক খুলছিল চিচিং ফাঁক মন্ত্রে আর সেই আলিবাবার গুহার ভিতর দিয়েই ছিল নন্দন প্রেক্ষাগৃহে ঢোকার প্রবেশপথ। সঙ্গে বাড়তি পাওনা ডাকাতদের ঘোড়ার খুরের শব্দ।

গুপ্তধন, গুপ্তধনসন্ধানী এবং সাহিত্যে ও সিনেমায় গুপ্তধন—এই তিনটি বিষয়কে ভিত্তি করেই গগনেন্দ্র শিল্পপ্রদর্শশালায় সাজানো হয়েছিল তথ্যসমৃদ্ধ অসাধারণ একটি প্রদর্শনী।

উৎসব চলাকালীন বিভিন্ন দিনে এসেছিলেন সিনেমা-জগতের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। এসেছেন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, দেব, আবির চট্টোপাধ্যায়, শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শতরূপা সান্যাল প্রমুখ।

উদ্‌বোধনের দিন এসেছিলেন রিপাবলিক অব কিউবার রাষ্ট্রদূত সম্মাননীয় হুয়ান কার্লোস এবং তাঁর ফার্স্ট সেক্রেটারি। তথ্যচিত্র ও ছোটো ছবির উৎসবে কাজাখস্তানের তাশকিন স্টুডিয়ো থেকে আমাদের উৎসবে যোগদান করেন দুই নতুন অতিথি আইগেরিম আবদ্রামানোভা ও মদিনা সুতবায়েভা। এ ছাড়াও মধ্যপ্রদেশ থেকে এসেছিলেন বিশিষ্ট তথ্যচিত্র-নির্মাতা সুদীপ সোহনি।

এ বছরের উৎসবের শেষ ছবি 'পক্ষীরাজের ডিম'। পরিচালক সৌকর্য ঘোষাল হাজির হবেন তাঁর পুরো টিম নিয়েই। এই বছর তিন মহান শিল্পী তৃপ্তি মিত্র, সলিল চৌধুরি আর সন্তোষ দত্তর জন্মশতবার্ষিকী। তাই তাঁদের উদ্দেশে শ্রদ্ধানিবেদনের ব্যবস্থাও ছিল। বিদেশি ছবির মধ্যে ছিল কাজাখস্তানের ছবিরও একটি গুচ্ছ।

সব মিলিয়ে গত সাত দিন ধরে খুদে দর্শকদের হইচই আর হাসিতে মুখরিত ছিল গোটা নন্দন চত্বর। উড়ে বেড়াচ্ছিল বেলুন। বাজছিল ভেঁপু। শোনা যাচ্ছিল জিপ সাফারিতে ছোটো ছোটো দর্শকের উত্তেজিত চিৎকার। আর এইসব এলোমেলো রংচঙে মুহূর্তকে নিজেদের মধ্যে আত্মস্থ করে আমরা প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম আগামী বছর ছোটোদের জন্য আরও আকর্ষণীয় চলচ্চিত্র উৎসব করার। আসলে ছোটোদের উৎসব মানেই তো এগিয়ে চলা, হাতবদল করে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া ঐতিহ্যের মশাল।

ডেলিগেটের উপহার পেয়ে 'দূরদর্শী' আজকের খুদেরা!

অপরূপ সাজে আলোকিত নন্দন চত্বর

রুপোলি পর্দায় সোনালি গুপ্তধন

সম্রাট মুখোপাধ্যায়

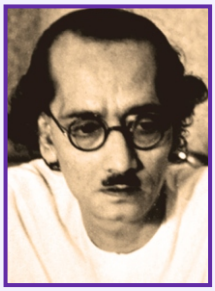

গুপ্তধনের ছড়াছড়ি এবার উৎসবে! সত্যজিৎ-সুনীল-শীর্ষেন্দু! একসঙ্গে এক আসরে। তাঁদের কল্পবিজ্ঞান-অ্যাডভেঞ্চার-অদ্ভুতুড়ের রোমাঞ্চ একসঙ্গে। বই থেকে সোজা পর্দায়।

এবারের উৎসবের মূলভাবনা গুপ্তধন খোঁজার অভিযান। বাঙালি বড়ো হয় রবীন্দ্রনাথের 'গুপ্তধন', শরৎচন্দ্রর 'শ্রীকান্ত', লীলা মজুমদারের 'পদিপিসির বর্মিবাক্স' পড়ে। তারপর হাতে পায় হেমেন রায়, প্রেমেন মিত্তিরদের। ফলে এ তার নাড়ির টান।

'চাঁদের পাহাড়'-এর জন্য বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'ফাদার অব দি অ্যাডভেঞ্চার ইন বেঙ্গলি লিটারেচার' বলা যায়। ১৯৩৭ সালে প্রকাশিত কিশোর উপন্যাস কমলেশ্বর মুখোপাধ্যায় পর্দায় এনেছেন আট দশক পরে। কখনও আফ্রিকা না দেখেও বাঙালি ছেলে শংকরকে সেখানে পাঠিয়েছিলেন বিভূতিভূষণ! সেটাও কম দুঃসাহস ছিল না।

এই শতকের শুরুতে যে কয়েকটা সিনেমা বুঝিয়েছিল, বাংলা সিনেমার বদল শুরু হয়ে গেছে, 'পাতালঘর' তারই একটি। পরিচালক অভিজিৎ চৌধুরী চমকে দিয়েছিলেন শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের অদ্ভুতুড়ে সিরিজের হাসি-রহস্য-ভূত-বিজ্ঞান পুরো মিশ্রণটাকে ধরে ফেলে!

২০১৩-তে সৃজিত মুখোপাধ্যায় পর্দায় আনলেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কাকাবাবু ওরফে রাজা রায়চৌধুরীকে। পরের এক দশকে ট্রিলজি। মরুভূমি-পাহাড়-জঙ্গল। 'মিশর রহস্য', 'ইয়েতি অভিযান', 'কাকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' ('জঙ্গলের মধ্যে এক হোটেল' অবলম্বনে)। তিনবারই কাকাবাবু প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়।

ফেলুদাকে পর্দায় এনেছিলেন সত্যজিৎ রায়। শঙ্কুকে আনেননি। সেই দুঃখ দূর করলেন সন্দীপ রায়। 'প্রোফেসর শঙ্কু ও এল ডোরাডো' বানিয়ে। নামভূমিকায় ধৃতিমান চট্টোপাধ্যায়। সঙ্গে উচ্চাকাঙ্ক্ষী ভিএফএক্স। যেন পর্দায় গ্রাফিক নভেল!

সিনেমার নামে দুই 'কাল্ট' কাহিনি 'সোনার কেল্লা' আর 'যকের ধন' থাকলেও সায়ন্তন ঘোষাল 'সোনার কেল্লায় যখের ধন' ছবিতে গল্পের জন্য কোথাও হাত পাতেননি। চিত্রনাট্যে ছায়া সত্যজিৎ-কাহিনির লোকেশনের। আর হেমেন-কাহিনির বিমল-কুমার এখানে জোড়া রহস্যভেদী।

১৮৮৩-তে প্রকাশিত রবার্ট লুই স্টিভেনসনের 'দ্য ট্রেজার আইল্যান্ড' বিশ্ব জুড়ে গুপ্তধন-কাহিনির ক্ষেত্রে কিংবদন্তি। বহুবার পর্দায় এসেছে এই কাহিনি। তার মধ্যে ১৯৯০-এ মুক্তি-পাওয়া ফ্রেজার হেস্টনের ছবিটা দেখা যাবে এই উৎসবে। আরব্য উপন্যাস মানেই ঘড়া ঘড়া ধনরত্ন! তার মধ্যে থেকে আলিবাবার কাহিনিটিকে নিয়ে দীনেন গুপ্ত বানিয়েছিলেন 'মর্জিনা আবদল্লা'। এবারের উৎসবে আছে।

আছে স্লোভানিয়ার ছবি 'তারতিনিজ কি', যা আসলে রোমান কুকোভিচের লেখা জনপ্রিয় কাহিনির সিনেমারূপ। একটি ভুল জায়গায় পৌঁছোনো এসএমএস ধাওয়া করে গুপ্তধনের কাছে তিন খুদের পৌঁছোনোর গল্প।

'ইয়ে তারা, উও তারা, হর তারা, দেখো জিসে ভি লগে পেয়ারা'—স্বদেশ সিনেমার এই গানটি মনে আছে? এই গানটির দৃশ্যে নায়ক তাঁর গ্রামবাসীদের জন্য কেবল একটি সাদা কাপড় এবং প্রোজেক্টর ব্যবহার করে একটি ছবি প্রদর্শন করেছিলেন। আজকাল, প্রোজেক্টর এবং পর্দা মাল্টিপ্লেক্সে রূপান্তরিত হয়েছে।

কিন্তু এই ধরনের সরঞ্জামের সঙ্গে একটি অনুভূতি সব সময়েই গরহাজির থেকে যায়। তা হল, একটি খোলা, বাইরের সাজগোজ ছাড়া স্থানে সিনেমা দেখার আনন্দ। একটি বদ্ধ ঘেরাটোপের দেওয়াল অতিক্রম করে সকলে মিলেমিশে সিনেমা দেখার মজা সিনেমাপ্রেমীদের জন্য চিরন্তন এক সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু চিন্তা কোরো না, আমার প্রিয় ছোটো সিনেমাপ্রেমীরা! আমরা আমাদের উৎসবে তোমাদের একই আবেগ দিয়ে ঢেকে রেখেছি! এবার তাহলে চলো, এক সম্পূর্ণ অন্য জগতের দিকে যাওয়া যাক! শুরু করা যাক 'শ্রেক ফর এভার আফটার' দিয়ে, তারপর আস্তে আস্তে চলে যাব 'হীরক রাজার দেশে'-তে। সেখান থেকে ফিরে বাবা ফেলুনাথের সাক্ষাৎ পাওয়ার পর আমরা সোজা চলে যাব হগওয়ার্টস! সেখানে গবলেট অব ফায়ার ও অর্ডার অব ফিনিক্স শেষ করে আমরা সোনার কেল্লা ঘুরে আবার ফিরে আসব আমাদের একতারা মঞ্চে! কী? হাতে পপকর্ন আর চা বা কফির গ্লাস নিয়ে এই পাঁচ দিনের অভিযানের জন্য তোমরা তৈরি তো? ওহ্, আর গায়ে সোয়েটার দিতে ভুলে যেয়ো না যেন!

পূজা রায়চৌধুরি

'আইকম বাইকম' উপস্থাপনা

নন্দন-৩-এ দেখানো হল 'আইকম বাইকম'। ছবির পুরো দল নিয়ে ছবিটির উপস্থাপনায় আমন্ত্রিত ছিলেন পরিচালক শতরূপা সান্যাল। তিনি জানান, ছোটোদের নিয়ে কাজ করতে গিয়ে তিনি এতটাই আনন্দ পেয়েছেন যে, এই ধরনের ছোটোদের বিষয় নিয়ে ভবিষ্যতে তিনি চান আরও কাজ করতে। ছোটোদের ছবির মাধ্যমে যে গভীর বার্তা দেওয়ার বিষয়টি, তা যে ভবিষ্যতের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, সে কথাটি মনে করিয়ে দেন তিনি। ছবিতে অংশগ্রহণকারী সকলে মুগ্ধ শহরে এইরকম এক মহতী উৎসবের আয়োজন দেখে। তাঁকে আকাদেমির পক্ষ থেকে সংবর্ধিত করেন আকাদেমির সচিব মন্দাক্রান্তা মহলানবীশ।

অন্যরকম উৎসাহ!

হাওড়ার পাঁতিহাল বালিকা বিদ্যালয় থেকে উৎসবের আনন্দ ভাগ করতে উপস্থিত হয়েছিল প্রায় পঞ্চাশজন ছাত্রী। অন্যদিকে কলকাতার ভবানীপুরের রামরিক ইন্সটিটিউশন থেকে সকালবেলা হাজির প্রায় তিরিশজন একেবারে কচিকাঁচা ছাত্রছাত্রী। সকলে সদলবলে দেখল 'প্রোফেসর শঙ্কু ও এল ডোরাডো' ছবিটি। উৎসবে এসেছিল সুরাঞ্জলির শিশু-কিশোররাও।

উৎসবের সমাপ্তি ছবি 'পক্ষীরাজের ডিম'। সেই ছবির পরিচালক আর তার দুই খুদে অভিনেতা উপস্থিত থাকবেন সমাপ্তি অনুষ্ঠানে।
ছবি নিয়ে তাদের সঙ্গে কথা বলল টিম 'বায়োস্কোপের বাক্স'।

'ছোটোদের সঙ্গে কাজ করা সহজ আর আনন্দের'

সৌকর্য ঘোষাল, চিত্রপরিচালক

আমার যে ক-টা ছবি হয়েছে, মানে আমি এখনও পর্যন্ত যতগুলো ছবি তৈরি করেছি, সব ছবিতেই বাচ্চা আছে। আমার প্রথম ছবি 'পেন্ডুলাম'। সেই ছবিতে মূল যে গল্প, সেখানে একটা বাচ্চা ছিল। তারপর আমি 'লোডশেডিং' নামে আর-একটা ছবি তৈরি করি। সেটাও কিশোরদের নিয়ে। তারপর 'রেনবো জেলি'। এই 'রেনবো জেলি'রই সিকোয়েল হচ্ছে 'পক্ষীরাজের ডিম'। তাই এই মহাব্রত আর মেঘা, যে দুটি বাচ্চা মূল চরিত্রে অভিনয় করেছে, তারা দুটি ছবিতেই আছে। এরপর 'ভূত পরী' করেছি, সেখানেও একটা বাচ্চা ছিল। এখন আমি 'ওসিডি' করছি, তাতেও একটা বাচ্চা আছে। আসলে আমার সব ছবিতেই বাচ্চারা খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় থাকে। তার কারণ হল, বাচ্চাদের নিয়ে কাজ করতে আমার ভালো লাগে। আমার মনে হয়, একজন পরিণত অভিনেতার থেকে বাচ্চাদের নিয়ে কাজ করাটা তুলনায় অনেকটা সহজ এবং অনেকটাই আনন্দের। সহজ মনে হয়, কারণ ছোটোদের বিশ্বাস করার ক্ষমতা অনেক বেশি। পরিচালককে যদি অভিনেতা সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করে, তাহলে পরিচালকের মাথার মধ্যে যে ছবিটা তৈরি হয়েছে, সেটা অভিনেতার মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়া সহজ হয়। একজন পরিণতবয়স্ক মানুষের মধ্যে এই বিশ্বাসটা থাকে না। থাকা সম্ভব নয়। কারণ সে জীবনকে একভাবে দেখেছে, দেখে অভ্যস্ত। তার মধ্যে অনেক প্রশ্ন থাকে, অনেক জিজ্ঞাসা থাকে। বাচ্চাদের সেটা থাকে না। তারা সম্পূর্ণভাবে পরিচালককে বিশ্বাস করে তার ওপর নির্ভর করে। ফলে তার মধ্যে পরিচালক যে ছবিটা তৈরি করতে চাইছে, সেটা ঢুকিয়ে দেওয়া সহজ হয়। আমি মনে করি, সব ধরনের সৃষ্টিকর্মেই যেমন নারী এবং পুরুষের সমান উপস্থিতি থাকে, তেমনি একটা বাচ্চাও একইভাবে সম-উপস্থিতির দাবি রাখে। কারণ, বাচ্চারা বাস্তব জীবনে একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের মতোই সমান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তবে এটাও ঠিক যে ছবি করার সময় বাচ্চাদের খুব ভালো করে পুরোটা বোঝাতে হয়। গোঁজামিল দিলে চলে না। সেটা আমি 'পক্ষীরাজের ডিম' করার সময় বেশ বুঝেছিলাম। এটা তো কল্পবিজ্ঞানের গল্প। কিন্তু বিজ্ঞানের অনেক থিয়োরি আছে। আইনস্টাইনের থিয়োরি আছে। সেগুলো নিয়ে ছোটোদের প্রশ্ন ছিল। সেগুলো তাদের মতো করে সহজভাবে বুঝিয়ে দিতে হয়েছে। সেটা করার পর ওদের অভিনয়টা যে অনেক বেশি স্বচ্ছন্দ হয়েছিল, সেটা আমি বুঝেছিলাম। এই মাপের আর এই ধরনের একটি উৎসবের আয়োজন করার জন্য আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের শিশু কিশোর আকাদেমি কর্তৃপক্ষকে। তাঁরাও যে এভাবে ছোটোদের জন্য ভাবছেন, সেটা অত্যন্ত জরুরি।

অনুলিখন শুভদীপ দত্ত

'আমাদের সবার মধ্যেই একটা ঘোঁতন আছে'

মহাব্রত বসু

'রেনবো জেলি' আর 'পক্ষীরাজের ডিম'-এর জার্নিটা এমনিতে এক মনে হলেও কোথাও গিয়ে অনেকটাই আলাদা। কারণ, দুটো সম্পূর্ণ ভিন্ন গল্প। আপাতভাবে মনে হয়, ঘোঁতন আর পাঁচটা ছেলের থেকে একদম আলাদা। সে নিজের জগৎটা নিজের মতো গুছিয়ে নিয়েছে। কিন্তু আবার কোথাও গিয়ে ঘোঁতন সবার সঙ্গে এক হয়ে যায়। কারণ, তাকে দেখলেই আমরা নিজেদের ছোটোবেলায় ফিরে যাই। এই চরিত্রটা হয়ে উঠতে আমাকে আর পরিচালককে অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হয়েছে। বারবার সংলাপ বলা, তার সঙ্গে কিছু এক্সারসাইজ, দীর্ঘ তিন মাসের রিহার্সাল। এ ছাড়া পপিন্স, বটব্যাল স্যার, সাপরাজ বাবা—এরা সবাই মিলেই ঘোঁতনের চরিত্রটা ঠিকঠাক গড়ে উঠতে সাহায্য করেছে। ছোটোবেলা থেকেই আমি সিনেমা দেখতে খুব ভালোবাসি। আমার সব থেকে প্রিয় ছবি 'সোনার কেল্লা', 'গুপী গাইন বাঘা বাইন'। এ ছাড়া মার্ভেলের ছবি দেখতেও আমি খুব ভালোবাসি এবং এখনও দেখি। ছোটোবেলায় স্কুলে দেখা 'টু সলিউশনস ফর ওয়ান প্রবলেম' এখনও ভুলতে পারিনি। 'পক্ষীরাজের ডিম' কলকাতা আন্তর্জাতিক শিশু কিশোর চলচ্চিত্র উৎসবে দেখানো হচ্ছে বলে আমার যে অনুভূতি হচ্ছে, সেটা সত্যি বলতে কী, ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। কর্তৃপক্ষকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

সাক্ষাৎকার দোলা চৌধুরী

'পপিন্সের সঙ্গে আমার অনেক মিল'

অনুমেঘা ব্যানার্জি

পপিন্সের সঙ্গে আমার খুব মিল আছে। আমিও ওর মতো শান্ত, পড়াশোনা করতে ভালোবাসি। তবে পপিন্স হয়তো আমার থেকে একটু বেশিই ভালোমানুষ। 'রেইনবো জেলি'র সময় ছোটো ছিলাম। তাই পরিচালক যা বলতেন, তা-ই করতাম। 'পক্ষীরাজের ডিম' যখন হল, তখন অনেকটা বড়ো হয়েছি। তাই উনি যা বলেছেন, সেটা শুনেছি, ভেবেছি, চিন্তা করেছি। বেশ কয়েক মাস ওয়ার্কশপ হয়েছিল। সেখানে মন দিয়ে অভিনয় শিখেছি। আমার কাছে তাই অনেকটাই পরিবর্তন এসেছে। যেহেতু এখন আমরা অনেকটাই বড়ো হয়ে গিয়েছি তাই এই ছবি করার সময় মহাব্রতদার সঙ্গে পড়াশোনা ছাড়াও সিন, সংলাপ—এসব নিয়েও আলোচনা চলত। আমাদের মধ্যে একটা সুন্দর আন্ডারস্ট্যান্ডিং ছিল। সেজন্য অভিনয় করতে সুবিধা হয়েছে। আমি সিনেমা দেখতে ভালোবাসি। ছোটোবেলায় দেখা আমার প্রিয় ছবি 'হোম অ্যালোন'। এ ছাড়াও আমার সব সময়ের ভালো লাগার ছবি 'গুপী গাইন বাঘা বাইন'। কলকাতা আন্তর্জাতিক শিশু কিশোর চলচ্চিত্র উৎসবে আগে 'রেনবো জেলি' দেখানো হয়েছে, এবার সমাপ্তি ছবি হিসেবে 'পক্ষীরাজের ডিম' দেখানো হচ্ছে—এই খবর শুনে আমি খুবই উত্তেজিত। আমার সমস্ত বন্ধুর সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছি এই আনন্দের খবর।

সাক্ষাৎকার জেবা মুন্সী

আজকের ছোটোরা আমাকে কাকাবাবু হিসেবে চেনে: প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়

একেবারে নতুন ছবি, সবেই মুক্তি পেয়েছে প্রেক্ষাগৃহে। সেই ছবি, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কাহিনি অবলম্বনে তৈরি 'বিজয়নগরের হীরে'-ও দেখানো হল এবারের উৎসবে। শুধু দেখানোই হল না, ছবির এই বিশেষ প্রদর্শনে উপস্থিত হয়েছিলেন খোদ কাকাবাবু রাজা রায়চৌধুরিও। মানে, আগে কাকাবাবু বলতে বোঝাত শমিত ভঞ্জকে আর এখনকার ছোটোদের চোখে 'কাকাবাবু' হলেন সকলের প্রিয় প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়। তাঁর এই ছবির প্রদর্শনে নন্দন-১ পুরো ভরতি। দর্শকদের এতটাই উৎসাহ যে, তাঁরা কেউ কেউ দাঁড়িয়েও দেখতে চাইলেন ছবি। সকলের কাছে বাড়তি পাওনা স্বয়ং কাকাবাবুকে নিজের চোখে একবার দেখা। তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন গল্পে বিজয়নগরের রাজকন্যা চরিত্রের অভিনেত্রী রাজনন্দিনী পাল আর কাকাবাবু সিরিজের সেই জনপ্রিয় চরিত্র জোজোর ভূমিকায় অভিনয় করা শিল্পী পূষন দাশগুপ্ত। 'বিজয়নগরের হীরে' ছবির এই টিমকে আকাদেমির পক্ষ থেকে সংবর্ধিত করলেন তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের আধিকারিক রানা দেবদাস। অনুষ্ঠানে কাকাবাবু প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে খুদে দর্শক আর তার অভিভাবকের কথাসূত্র জুড়ে দিলেন সাংবাদিক সম্রাট মুখোপাধ্যায়। প্রসেনজিৎ বলেন, 'এইরকম এক চমৎকার উদ্যোগে সঙ্গী হতে চাইছি। তাই এই ছবির প্রযোজকদের পক্ষ থেকে এটা ছোটোদের জন্য এই উৎসবের বিশেষ একটা উপহার।' তিনি মনে করিয়ে দেন, 'এটা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখা। কাকাবাবু বাঙালির নিজস্ব সম্পদ। ভারতীয় পটভূমিতে লেখা এই ধরনের কাহিনি আসলে ইতিহাসের গুরুত্ব বুঝতে শেখায়। এই ছবিগুলি যখন হয়, তখন সেই ইতিহাস আমাদের ইতিহাসকে ভালোবাসতে শেখায়। আজকের ছোটোরা আমাকে এখন কাকাবাবু হিসেবে চেনে। এখনকার ছবিতে রাজনন্দিনী বা পূষনের মতো নতুনদের সঙ্গে কাজ করতে পেরে ভারী ভালো লাগছে।' তাঁরা সকলেই খুবই খুশি উৎসবের জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ জানান আকাদেমি কর্তৃপক্ষ আর পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে।

শুভদীপ দত্ত

'মন দিয়ে, ভালো করে পড়াশোনা করতেই হবে আর মোবাইল থেকে দূরে': দেব

উৎসবের মাঠে একদিকে যেমন সন্ধেবেলা উপস্থিত কাকাবাবু, তেমনই সেদিনই বিকেলে উপস্থিত সকলের প্রিয় 'চাঁদের পাহাড়' আর 'আমাজন অভিযান'-এর শংকরও। মানে সর্বজনপ্রিয় দেব! তাঁর এই দুটি ছবিই দেখানো হল এখানে। আর খুদে দর্শকদের এখনও সে কী সাংঘাতিক ভিড় আর উন্মাদনা সেই ছবি দেখার ব্যাপারে। তার সঙ্গেই বড়ো পর্দায় এই প্রথম দেখানো হল দেব-প্রযোজিত রূপকথার মোড়কে গভীর বার্তাবাহী 'হবুচন্দ্র রাজা গবুচন্দ্র মন্ত্রী' ছবিটিও। সেখানেও তো ছোটোদের উচ্ছ্বাসে একেবারে হইহই ব্যাপার, রইরই কাণ্ড। এই দুই ছবিরই উপস্থাপনা করতে রবীন্দ্রসদনে দেব আসবেন, এই খবরে আগ্রহের মাত্রা একেবারে তুঙ্গে ওঠে। দেবকে তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা দেন অ্যাডিশনাল ডিরেক্টর অব ফিল্‌ম সুপ্রিনা ব্লোন এবং বিভাগের আধিকারিক রানা দেবদাস।

দেব তাঁর কথার শুরুতেই জানান, 'আজকের দিনটি আমার কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, ঠিক এই দিনটিতেই আজ থেকে কুড়ি বছর আগে মুক্তি পেয়েছিল আমার প্রথম ছবি।'

এরপরে তিনি ছোটোদের উদ্দেশে বলেন, 'মন দিয়ে, ভালো করে পড়াশোনা করতে হবে। আর হাতে-থাকা মোবাইল ফোনটিকে পড়াশোনার কাজে ব্যবহার করো, যথাযথ কারণে ব্যবহার করো, কিন্তু অকারণে ওই যন্ত্রটি ব্যবহার কোরো না, ওটা থেকে দূরে থাকো।' এক উৎসাহী খুদে মঞ্চে উঠে তাঁকে প্রণাম করতে গেলে তাঁকে স্নেহভরে নায়ক বলেন, 'বড়োদের শ্রদ্ধা করতে শেখো আর পায়ে হাত দিয়ে নমস্কার করবে বাবা-মা আর তোমাদের মাস্টারমশাই, দিদিমণিদের।' তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকার আর আকাদেমি কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান এই ধরনের একটি উৎসবের এত বড়ো আয়োজন করার জন্য।

জেবা মুন্সী

দ্বাদশ কলকাতা আন্তর্জাতিক শিশু কিশোর চলচ্চিত্র উৎসব, ২০২৬ উপলক্ষ্যে শিশু কিশোর আকাদেমি, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার দ্বারা প্রকাশিত। উৎসব অধিকর্তা **অর্পিতা ঘোষ** (সভাপতি)। প্রকাশক **মন্দাক্রান্তা মহলানবীশ**, উৎসব আহ্বায়ক ও সচিব, শিশু কিশোর আকাদেমি। প্রকাশনা তত্ত্বাবধান **শর্বাণী বন্দ্যোপাধ্যায়**, প্রকাশনা পরিচালক, শিশু কিশোর আকাদেমি। মুদ্রণ শ্রীমা এন্টারপ্রাইজ, ৩৫, বৈদ্যনাথ দত্ত সরণি, হাওড়া ৭১১১১৩। যুগ্ম সম্পাদক **শুভেন্দু দাশমুন্সী, দীপান্বিতা রায়**।

দ্বাদশ কলকাতা আন্তর্জাতিক শিশু কিশোর চলচ্চিত্র উৎসব, ২০২৬ উপলক্ষ্যে প্রকাশিত দৈনিক বুলেটিন

বায়স্কোপের বাক্স

শিশু কিশোর আকাদেমি, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

সংখ্যা ৬ ২৮ জানুয়ারি ২০২৬ বুধবার

এগজিবিশন দ্যাখো, খোলা আছে রোজ। দুই ফ্লোর জুড়ে কত ট্রেজারের খোঁজ।।

ছবি-ভাবনা

সাত দিন মন খুলে চোখ ভরে দেখার সুযোগ

নির্মল ধর

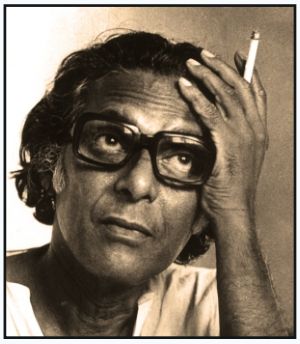

গত কয়েক বছর ধরে এই কলকাতা শহরে মুক্তি-পাওয়া বাংলা ছবির সংখ্যা শতাধিক। কিন্তু এর মধ্যে কটি ছবি শিশু-কিশোরদের নিয়ে বা ভেবে তৈরি? বাংলা ছবির বাণিজ্যমনস্ক নির্মাতারা সাধারণভাবে মনে করেন 'ছোটোদের জন্য' ছবির তেমন 'বাজার' নেই! কথাটা কি ঠিক? সংখ্যাগুরু দর্শকের কথা ভেবে তৈরি তথাকথিত 'বড়োদের ছবি'র আশি-পঁচাশি শতাংশ দর্শক আনুকূল্য পায় না। বাকি কুড়িটি ছবির মধ্যে পাঁচটি হিট করে। বাকি পনেরোটি কোনওরকমে লগ্নীকৃত অর্থ ঘরে তোলে, তাও ওটিটি-তে স্ট্রিমিং করে।

ছোটোদের দিয়ে এবং নিয়ে ছবি বানানোর জন্য ওদের নিয়ে ভাবনাচিন্তা করার যোগ্য মন ও ভাবনা খুব দরকারি। শিশুমন ও মনস্তত্ত্ব উপলব্ধি করে তাদের খুশি করার মতো ছবি বানানোর কাজটি বেশ কঠিন। সেদিকেও মন দেওয়া দরকার। আগে কেউ কেউ ভেবেছেন। মনে পড়বে সত্যজিৎ রায়, তপন সিংহ, ঋত্বিক ঘটক, মৃণাল সেনের নাম। তার পাশাপাশি সত্যেন বসু, কমল গাঙ্গুলি, অগ্রদূত-এর মতো অনেকে ছিলেন। এই রকম এক ঝাঁক মানুষকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে ছোটোদের কথা ভেবে। একটা সময়ে বাংলায় 'সফেদ হাথি', 'দামু', 'ফটিকচাঁদ', 'পদীপিসির বর্মি বাক্স' ছবিগুলো তৈরি হয়েছে এবং এগুলো প্রতিটিই বাণিজ্যসফল! তাই কলকাতার ফিল্ম নির্মাতারা এই ধরনের ছবি করবার কথা ভাবতে পারেন, ছোটোদের বিনোদন নিয়ে চিন্তা করতে পারেন।

অথচ বিশ্বচলচ্চিত্রের দিকে তাকালে দেখতে পাই, গ্রিস, চেক প্রজাতন্ত্র, হাঙ্গেরি, পোল্যান্ড, সুইটজারল্যান্ডের মতো ছোটো ছোটো দেশও তাদের খুদে নাগরিকদের জন্য বছরে অন্তত ছোটো-বড়ো মিলিয়ে কার্টুন, অ্যানিমেশন এবং বড়ো দৈর্ঘ্যের ছবি বানায় নিয়মিত। সরকারি সংস্থা যেমন আছে ওসব দেশে, তেমনই ফিল্ম ব্যবসায়ীরাও যথেষ্ট সক্রিয় ভূমিকা নেন।

আমাদের দেশে এই ধরনের প্রচেষ্টা আরও বেশি প্রয়োজন। একসময় ছিল চিলড্রেন'স ফিল্ম সোসাইটি, যা তৈরি হয়েছিল জওহরলাল নেহরুর ঐকান্তিক ইচ্ছা ও প্রচেষ্টায়, সেই সংস্থা এখন এনএফডিসি-র অধীন। মারাঠি বা হিন্দিতে বছরে যে দু-চারটি ছবি হচ্ছে, তা আরও হলে ভালো। এই বাংলাতেও তা-ই। আনন্দের বিষয়, ২০২৫ সালে সৌকর্য ঘোষাল এবং সৌরভ পালোধি 'পক্ষীরাজের ডিম' ও 'অঙ্ক কি কঠিন' নামের দুটো ছবি করেছিল! এটা বড়ো পাওনা!

এই প্রেক্ষাপটে বড়ো আশা ও স্বপ্ন রাজ্য সরকারের আয়োজনে এই বাৎসরিক কলকাতা আন্তর্জাতিক শিশু কিশোর চলচ্চিত্র উৎসব নিয়ে। এখানেই বছরে সাতটা দিন তারা মন খুলে চোখ ভরে দেখার সুযোগ পায় পৃথিবীর নানা দেশ থেকে খুঁজে ও জোগাড়-করে-আনা শ-খানেকেরও বেশি ছবি, যার মধ্যে আছে রূপকথা, লোককাহিনি, অ্যাডভেঞ্চার, খুদে গোয়েন্দা, কার্টুন, অ্যানিমেশনের রঙিন চোখ ও মন ভোলানোর বাহারি ছবির ভোজ। এটাই এখন কলকাতার খুদে দর্শকের কাছে বাৎসরিক এক চড়ুইভাতি।

তথ্যচিত্র এবং স্বল্পদৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র

কল্পনা আর তথ্যের চমৎকার মিশেল

অভীক মজুমদার

তথ্যচিত্র নামেই বোঝা যায় যে, এখানে জোর পড়েছে তথ্যের ওপর। কোনও একটি বিষয়কে নির্ভর করে, সেই বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত উপাদান ব্যবহার করে, দৃশ্যে দৃশ্যে ফুটিয়ে তোলা হয় তথ্যচিত্র। ভাবনা আর তথ্য সেখানে মুখ্য। কল্পনা আর কাহিনি সেখানে গৌণ। সাম্প্রতিককালে ডকু-ফিচার নামে এক রূপাবয়ব তৈরি করা হয়, সেখানে কল্পনা আর তথ্যের চমৎকার মিশেল লক্ষ করা যায়। শিশু চলচ্চিত্রের দুনিয়ায় স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবি এবং ডকু-ফিচার ধরনের ছবির জনপ্রিয়তা বেশি। এই ধরনের ছবি বানানোর জন্য বিশেষ মুনশিয়ানা থাকা প্রয়োজন। তথ্য আর কল্পনার দুর্দান্ত রসায়ন সেখানে খুব যত্নের সঙ্গে নির্মাণ করতে হয়। তার সঙ্গে শিশুদের মন ভোলানোর বিভিন্ন রংবরঙের অনুভবও জুড়ে দিতে হয়। মানবিকতার শিক্ষাও চলে তার হাত ধরাধরি করে।

২০২৬ সালের কলকাতা আন্তর্জাতিক শিশু কিশোর চলচ্চিত্র উৎসবের যে তথ্যচিত্র এবং স্বল্পদৈর্ঘ্যের চিত্রের সম্ভার, তার দিকে তাকালে সহজেই ব্যাপারটা বোঝা যাবে। সেইসব ছবি নির্মাতা আবার জড়ো হয়েছেন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে। ভারত, কাজাখস্তান, ডেনমার্ক ও পোল্যান্ড থেকে গ্রিস—বহুবর্ণময় ছবিগুলি নানা ভূগোল-ইতিহাস আর সংস্কৃতির দর্শন। তাদের সবাইকে একত্রিত করেছে শিশুভুবন আর মানবিকতা। সেখানে তথ্য যেমন শেখার মতো, এই জীবন, প্রকৃতি আর নিজস্ব অনুভবের প্রকাশও সমান গুরুত্বপূর্ণ। কোনও ছবিতে মরণোত্তর চক্ষুদানের প্রসঙ্গ, কোথাও শিশুর মায়াবী ছবি আঁকার দারুণ ঘটনা, কোথাও অভিযানের উত্তেজনা, কোথাও অ্যানিমেশনের ব্যবহারে শিহরন-জাগানো কাজকারবার—মুগ্ধ হয়ে এদের না দেখে উপায় আছে? সমাজসংস্কারের নানা কথাও আছে পরতে পরতে। তবে সমানুভূতি, সহানুভূতি আর বিশ্বচেতনায় ভরা এই ডালি শিশুদের জগৎকে সমৃদ্ধ করবে।

ছোটো ছবি, উৎসাহ বড়ো

পূজা রায়চৌধুরী

এবারের উৎসবের অন্যতম আকর্ষণের বিষয় হয়ে উঠেছে ছোটো ছবির সম্ভার। দেশ-বিদেশের একাধিক ছোটো ছবি, সেটা ফিকশন হোক বা তথ্যচিত্র, দর্শকরা দেখেছেন ভিড় করে। হল ভরিয়ে মানুষ দেখেছেন সেইসব ছবি। এমনকি ছোটোদেরও উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। সব থেকে আশার বিষয় হল, বাচ্চারা শুধু যে ছবি দেখেছে তা-ই নয়, তারা বিভিন্ন প্রশ্নে জেরবার করছে অভিভাবকদের। অনেক সময়ে ছবি শুরুর আগে যখন ছবির উপস্থাপনার জন্য পরিচালকদের দেখা পেয়েছে, তাদের নানা প্রশ্ন তাদের কাছেও।

একদিনে নয়, পরপর দু-দিনে ভাগ করে দেখানো হল ছোটো ছবি। একদিন

বাংলা ভাষায় তৈরি করা ছবিগুলো দেখানো হয়েছে। তার মধ্যে ছিল যুবাসনা কাপাস পরিচালিত 'এইটুকু', দেবযানী লাহা ঘোষ পরিচালিত 'দুগ্গা দুগ্গা', সম্রাট বাগচি পরিচালিত 'ফ্রেন্ডস' আর অধিরাজ সেন পরিচালিত 'কুট্টুস দ্য মিরাক্‌ল বয়'। প্রেক্ষাগৃহে উপস্থিত ছিলেন চারজন পরিচালকই। প্রত্যেকের কথাতেই উঠে এসেছে যে, তাঁরা চান ছোটো পরিসরে আরও অনেক গল্প বলতে। ওঁরা সম্পূর্ণ একক উদ্যোগে বা বন্ধুরা একত্রিত হয়ে নিজেদের খরচে বানিয়েছেন ছবি।

আরেকদিন বিভিন্ন আন্তর্জাতিক এবং ভারতীয় অন্যান্য ভাষার ছোটো ছবি দেখানো হয়। চারটি ভারতীয় ছবি ছাড়াও দেখানো হয় উজবেকিস্তান, বাংলাদেশ, ফিলিপিন্স, ডেনমার্ক আর মরক্কোর ছবি। ভারতীয় ছবির মধ্যে লিটন পাল পরিচালিত 'নিংমা থ্রু হার আইজ', রাজদীপ পাল এবং শর্মিষ্ঠা মাইতি পরিচালিত 'মালাই', অরিজিৎ হালদার জন পরিচালিত 'রওশনি এক কহানি' এবং সুদীপ সোনি পরিচালিত 'জগ্গু অউর মাগাহারি'। উপস্থিত ছিলেন পরিচালক সুদীপ ও অরিজিৎ। তাঁরাও ছোটোদের সব চমৎকার প্রশ্নের মুখোমুখি হলেন। বোঝালেন বড়ো ছবির পাশাপাশি ছোটো ছবি কেন আরও বেশি হওয়া দরকার। ছবি ছোটো হলে কী হবে, সে অনেক বড়ো বার্তা দেয়।

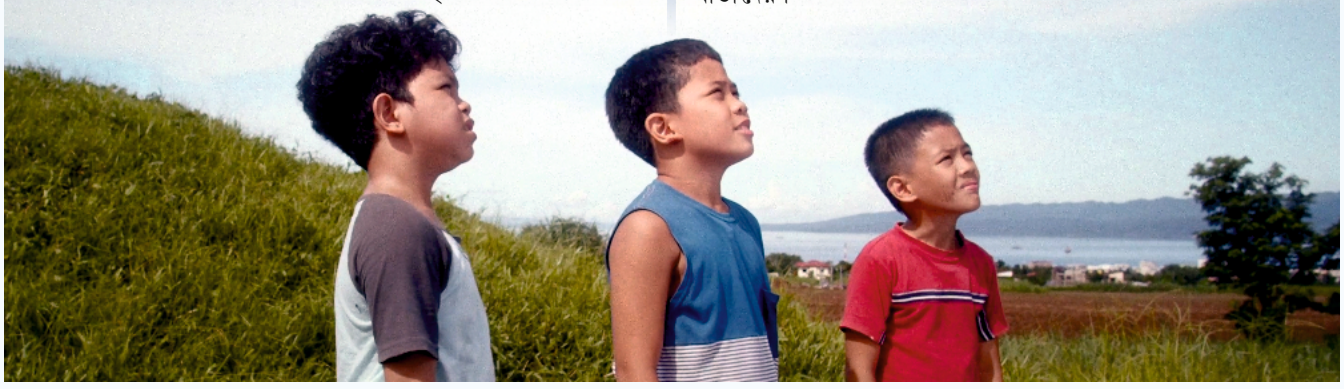

‘ছোটোদের সঙ্গে কাজের মজাই আলাদা’

শতরূপা সান্যাল, পরিচালক

এটা খুব আনন্দের ব্যাপার যে, আমার নিজের শহরে ছোটোদের জন্য এত সুন্দর একটি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব হয় এবং তার বয়স এবার বারো হল। বহু মানুষ এই উৎসবে ছবি দেখতে আসেন কচিকাঁচাদের সঙ্গে নিয়ে। সেখানে আমার তৈরি করা সিনেমাটিও (আইকম বাইকম) যে দেখানো হচ্ছে, সেটা আমার কাছে একটা দারুণ অনুভূতি। ‘আইকম বাইকম’ ছবির শুটিং-এর অভিজ্ঞতা বেশ সুন্দর আর অন্যরকম। যেহেতু আমার গল্পটি একদম ছোটোদের নিয়েই, তাই এটি আমি একটি পাহাড়ি অঞ্চলের পটভূমিতে রাখতে চেয়েছিলাম। শিশু অভিনেতা ও ইউনিট নিয়ে চলে গিয়েছিলাম কালিম্পং পেরিয়ে একটি জায়গায়।

এটি আসলে একটি রূপকথার গল্প। ছোটোরা সাধারণত একটা বিষয় কল্পনা করে নেয়। এখানে তাদের কল্পনা ও বাস্তবের মধ্যে একটি সেতু আছে, সেইটি হল মানুষের ভালো হওয়া আর এই নিয়েই আমার ‘আইকম বাইকম’-এর গল্প।

ছোটোদের নিয়ে কাজ করতে গিয়ে দেখেছি, তাদের কোনওরকম ইনহিবিশন থাকে না। বড়োরা যে সমস্ত বিষয়ে ভাবে, ছোটোদের সেইসব জিনিস নিয়ে মোটেই ভাবনা থাকে না। আমার মনে হয়েছে, বাচ্চারা বাস্তবে যেমন, তেমনভাবেই আমার ছবিতে ওরা নিজেদের তুলে ধরেছে। আর কাজ করতে গিয়ে একবার ওদের গল্পটা বলে ভালো করে বুঝিয়ে দিলে আর কোনও অসুবিধাই হয় না। যেমন, আমার গল্পে এমন একটি মেয়েকে দেখানো হয়েছে, যে ভারী দুঃখী। কিন্তু আদতে সে খুবই হাসিখুশি বাচ্চা। কিন্তু ছবিতে দুঃখী মেয়ে হয়ে উঠতে তার কোনও সমস্যাই হয়নি। এমনকি ওরা অনেক সময় নিজেদের মতো খুব সুন্দর ইম্প্রোভাইজও করেছে। সেটা কখনও কোনও দৃশ্যের আগের প্র্যাকটিসের সময় বা কোনও সংলাপ বলার ধরনে। এইসব কারণেই আমার ছোটোদের সঙ্গে কাজ করতে খুব মজার লেগেছে।

দর্শকদের বলব, আমার অন্যসব সিনেমাই বড়োদের জন্য, ও প্রত্যেকটিই খুব সিরিয়াস কাজ। তবে এই ছবিটি একেবারেই আনলাইক শতরূপা সান্যাল। আমার এই ছবিটি একদম খুদেদের জন্যই বানানো। এখানে একেবারেই হালকা চালে শিশুদের জন্য একটি ফ্যান্টাসি ওয়ার্ল্ডের কথা বলা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে প্রকৃতির কথা, বোঝানো হয়েছে পৃথিবীটা শুধু মানুষের নয়, অন্যদেরও এখানে থাকার অধিকার আছে, আর সেটা শিশুদেরও ছোটোবেলা থেকেই শেখা উচিত। এই ছবি মজার নিশ্চয়, কিন্তু আমি চাইছি, আনন্দের মধ্যে দিয়েই শিশুরা সব কিছু শিখুক, সব কিছু জানুক। আমি চাই, বাবা-মা সবাইকে নিয়ে ছোটোরা এই ছবি দেখুক।

সাক্ষাৎকার ও অনুলিখন শুভদীপ দত্ত

‘রামধনু’: বিশেষ প্রদর্শন

এ শুধু ছোটোদের ছবি নয়, তাদের অভিভাবকদেরও ছবি: শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

নন্দন-১-এ গতকাল ছিল ‘রামধনু’ ছবির বিশেষ প্রদর্শন। ছবির এই বিশেষ প্রদর্শনের উপস্থাপনার জন্য উপস্থিত ছিলেন ছবির অন্যতম পরিচালক শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। এই ছবি দেখতে প্রেক্ষাগৃহে উপস্থিত ছিল প্রচুর খুদে আর তাদের সঙ্গে তাদের অভিভাবকরাও। এই ছবি তো শুধু ছোটোদের কাহিনি নয়, তাদের ইস্কুলে ভরতি হওয়ার সময় তাদের অভিভাবকদের অভিজ্ঞতার গল্পও। সেই কথাই মনে করিয়ে দিলেন ছবির চিত্রপরিচালক। বললেন, ‘যাঁরা এর মধ্যে তাঁদের ছোটোদের স্কুলে ভরতি করেছেন, তাঁরা একভাবে দেখবেন ছবিটিকে। আর যাঁরা এরপরে ভরতি করবেন তাঁদের ছোটোদের, তাঁদের অভিজ্ঞতা হবে আর-একরকম।’ শিবপ্রসাদ নিজে এবং এই ছবির অন্য পরিচালক নন্দিতা রায়ের পক্ষ থেকে বিশেষ ধন্যবাদ জানান পশ্চিমবঙ্গ সরকার আর শিশু কিশোর আকাদেমি কর্তৃপক্ষকে। তিনি ছবির উপস্থাপনার পূর্বমুহূর্তে জানান ছবির নেপথ্যের একটি বিশেষ ঘটনা। প্রথমত, এই ছবির মুখ্য দুই চরিত্র ছাড়া বাকি অংশগ্রহণকারী খুদে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের বাবা-মা ছিলেন সেই খুদেদেরই বাবা-মা। তার ফলেই তারা নিজেদের স্বতঃস্ফূর্ত অভিনয় করেছে। অন্য আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তিনি জানালেন, এই ছবিটির কাহিনি থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে পরবর্তীকালে একটি মালয়লম ছবি তৈরি হয়। পরিচলককে আকাদেমির পক্ষ থেকে সংবর্ধনা জানান আকাদেমির মাননীয় সদস্য শুভেন্দু দাশমুন্সী।

মজাদার মুখোশ

মুখোশ মানেই একটা বেশ রহস্যময় ব্যাপার। মুখোশের আড়ালে কে আছে, কেউ কি জানে? হয়তো দেখা হয়ে গেল ক্যাপটেন হ্যাডক, টিনটিন কিংবা ফেলুদার সঙ্গে। দেখা গেল, মায়ের হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছে ছোট্ট বার্বি বা শ্রেক কিংবা খোদ পিটার পার্কার স্পাইডারম্যানের ছদ্মবেশে। মুখোশ সরিয়ে দেখতে যেয়ো না যেন। তার বদলে নিজেই একটা মুখোশ পরে সবাইকে চমকে দাও। চাইলেই কিন্তু পাওয়া যাচ্ছে রংবেরঙের রকমারি মুখোশ উৎসবের মাঠে, উৎসবের স্টলে। সংগ্রহ করে নাও তাড়াতাড়ি!!

হ্যারি পটারের দুনিয়া

জেবা মুন্সি

ছোটোদের পৃথিবীটা বড়োদের মতো সাধারণ নয়। সেখানে আছে বিভিন্ন ধরনের স্বপ্ন আর কল্পনা। সেইসব কল্পনায় থাকে রূপকথার দুনিয়ার চরিত্ররা। তাদের সঙ্গে ছোটোদের পরিচয় হয় কখনও দিদা-ঠাকুমার মুখে শোনা গল্পে, কখনও আবার গল্পের বই পড়ে। 'ঠাকুরমার ঝুলি', 'ঠানদিদির থলে' কিংবা বিদেশে 'গ্রিমভাইদের রূপকথা'—এসবের সঙ্গে আমাদের পরিচয় অনেকদিনের। কিন্তু ১৯৯৭ সালে প্রকাশিত জে কে রাউলিং-এর বই 'হ্যারি পটার অ্যান্ড দ্য ফিলসফার'স স্টোন' রূপকথার দুনিয়ায় হইচই ফেলে দিয়েছিল। রাজা-রানি, রাক্ষস-খোক্কসের বাইরে একেবারে এক অন্যরকম রূপকথার জগৎ, এক জাদুর জগতের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল পাঠকদের।

হ্যারি পটারের দুনিয়াটা আমাদের থেকে একদম আলাদা। তার বন্ধুদের নিয়ে সে থাকে হগওয়ার্টস নামের এক স্কুলে, যেখানে শেখানো হয় নানারকম জাদুর কলাকৌশল। হ্যারি এবং তার বন্ধুরা—রন উইজলি, হারমায়নি গ্রেঞ্জার একসঙ্গে থেকে যেমন পড়াশোনা করে, তেমনই হ্যারির সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ে বিভিন্ন অ্যাডভেঞ্চারে। তাদের আশপাশে আছে কিছু ম্যাজিক জানা-না-জানা বিশেষ ধরনের লোকজন, যেমন মাগ্‌ল, হাফ-ব্লাড প্রভৃতি। হগওয়ার্টস স্কুলে আছেন জাদুবিদ্যার বিশেষজ্ঞ শিক্ষক-শিক্ষিকারা, যেমন অ্যালবাস ডাম্বলডোর, সেভেরাস স্নেপ, ফ্লিটউইক, ম্যাকগোনাগল। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র হ্যারি। একদল তার ক্ষতি করতে চায় আর একদল তাকে রক্ষা করে। আর এই দুইয়ের টানাপোড়েনেই জমে ওঠে অ্যাডভেঞ্চার।

হ্যারি পটার সিরিজে মোট সাতটি উপন্যাস লিখেছেন জে কে রাউলিং। ছোটোদের মধ্যে হ্যারির অসম্ভব জনপ্রিয়তার কারণেই একাদশ কলকাতা আন্তর্জাতিক শিশু কিশোর চলচ্চিত্র উৎসব, যেখানে থিম ছিল ফ্যান্টাসি, সেখানে দেখানো হয়েছিল হ্যারি পটার সিরিজের সব ক-টি ছবি। এ বছরও কিন্তু হ্যারি বাদ নেই। হ্যারি পটারের বেশ কিছু ছবি এবারও দেখতে পাবে আমাদের খুদে দর্শকরা। আসলে রাউলিং-এ মজে থাকে সব ছোটোই। তাই হ্যারিকে বাদ দিয়ে ছোটোদের চলচ্চিত্র উৎসব তো এককথায় অসম্পূর্ণ।

সাই পরাঞ্জপে: রূপকথার জাদুকর

রৌনক রায়

তোমাদের কল্পনা কি পারে বাস্তবের ছবি বদলে দিতে? মাত্র আট বছর বয়সে যাঁর প্রথম বই 'মুলানসা মেওয়া' প্রকাশিত হয়, তাঁর জীবনটা ঠিক যেন এক রূপকথা! মারাঠি নাটকের বড়ো বড়ো দিক্‌পালের পাশাপাশি, সাই পরাঞ্জপে নিজের এক আলাদা জগৎ তৈরি করেছেন। তবে তাঁর মনের অনেকটা জুড়েই থাকে শিশুদের পৃথিবী। 'চিলড্রেন'স ফিল্‌ম সোসাইটি, ইন্ডিয়ার দুবারের প্রধান এই মানুষটির সিনেমা মানেই সহজ জীবন আর বিস্ময়ের এক দারুণ গল্প।

'জাদু কা শঙ্খ' (১৯৭৪) সিনেমার গল্প দুই ভাইবোন শ্যাম আর সোনির। তারা এক সাধুবাবাকে খাবার দিয়ে উপহার পায় এক আশ্চর্য শাঁখ। সেই শাঁখের জাদুকরি ক্ষমতা রাজাকে বিপদ থেকে বাঁচায়। কৃতজ্ঞ রাজা তাদের সব স্বপ্ন সত্যি করে দেন। আবার 'ভাগো ভূত' (২০০০) সিনেমায় ছোট্ট নানু বন্ধুদের নিয়ে এক রহস্যময় জঙ্গলে ভূত খুঁজতে যায়। বন্ধুরা পালালেও সাহসী নানু সেখানে দেখা পায় এক অদ্ভুত মানুষের। ভয়ের মোড়কে এই গল্প এক চমৎকার সত্যি কথা শেখায়। নিজের আত্মজীবনী 'সায়া' থেকে বড়ো পর্দার সব মণিমাণিক্য; সাই পরাঞ্জপে হলেন সারল্য আর গভীরতার একজন গল্পকার।

দ্বাদশ কলকাতা আন্তর্জাতিক শিশু কিশোর চলচ্চিত্র উৎসব, ২০২৬ উপলক্ষ্যে শিশু কিশোর আকাদেমি, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার দ্বারা প্রকাশিত।
উৎসব অধিকর্তা **অর্পিতা ঘোষ** (সভাপতি)। প্রকাশক **মন্দাক্রান্তা মহলানবীশ**, উৎসব আহ্বায়ক ও সচিব, শিশু কিশোর আকাদেমি।
প্রকাশনা তত্ত্বাবধান **শর্বাণী বন্দ্যোপাধ্যায়**, প্রকাশনা পরিচালক, শিশু কিশোর আকাদেমি। মুদ্রণ শ্রীমা এন্টারপ্রাইজ, ৩৫, বৈদ্যনাথ দত্ত সরণি, হাওড়া ৭১১১১৩।
যুগ্ম সম্পাদক **শুভেন্দু দাশমুন্সী, দীপান্বিতা রায়**।

দ্বাদশ কলকাতা আন্তর্জাতিক শিশু কিশোর চলচ্চিত্র উৎসব, ২০২৬ উপলক্ষ্যে প্রকাশিত দৈনিক বুলেটিন

বায়োস্কোপের বাক্স

শিশু কিশোর আকাদেমি, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

সংখ্যা ৫ ২৭ জানুয়ারি ২০২৬ মঙ্গলবার

একা নয় কেউ এই জীবনের বাঁকে। সিনেমাতে দেখা লোক, আশেপাশে থাকে।।

জয়তু জটায়ু! একাই ১০০!!

অতনু রায়

জনপ্রিয়তায় তিনি বাংলা আর দেশ ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক। তার সূত্রপাত 'সোনার কেল্লা' ছবিতে। ততদিনে 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' ছবির শুন্ডি রাজা ও হাল্লা রাজা আর 'মর্জিনা আবদাল্লা'র আলিবাবা হিসেবে তাঁকে দেখে ফেলেছেন সব্বাই। কিন্তু, 'সোনার কেল্লা' হয়ে গেল এক কিংবদন্তির লঞ্চপ্যাড... জটায়ু হলেন সন্তোষ দত্ত। এমনকি, 'হীরক রাজার দেশে' দেখার সময়েও শুন্ডির রাজাকে দেখে বাচ্চারা জটায়ু হিসেবেই চিনেছে।

ভাগ্যিস বাবা সুকুমার রায়ের লেখা নাটক 'চলচিত্তচঞ্চরী' দেখতে গিয়ে ওঁকে দেখে নিজের ছবির জন্য মনে ধরেছিল সত্যজিৎ রায়ের!

সন্তোষ তখন গায়ে কালো কোট চাপিয়ে ব্যস্ত উকিলবাবু। আগে চাকরি করেছেন ব্যাংকে। সত্যজিৎ রায় রজনী সেন রোডের প্রদোষচন্দ্র মিত্র আর তাঁর ভাইপো তপেশরঞ্জন মিত্রর সঙ্গে দেখা করালেন গড়পারের লালমোহন গাঙ্গুলির। বাকিটা ইতিহাস। বাংলা ছবির ইতিহাসের সর্বকালের সেরা 'থ্রি মাস্কেটিয়ারস' তৈরি হল। 'সোনার কেল্লা' মুক্তি পেল। আট থেকে আশি গোগ্রাসে গিলল সেই ছবি। জটায়ু এমন জনপ্রিয় হলেন যে, কিছুদিন পরেই নিজের পরের উপন্যাস 'জয় বাবা ফেলুনাথ'-এর অলংকরণ করতে গিয়ে জটায়ু হিসেবে সন্তোষকেই এঁকে ফেললেন সত্যজিৎ! 'হাইলি সাসপিশাস'... কী বলেন! কিংবদন্তির শতবর্ষে উৎসবে থাকছে 'সোনার কেল্লা', 'জয় বাবা ফেলুনাথ', 'মর্জিনা আবদাল্লা' আর 'হীরক রাজার দেশে'।

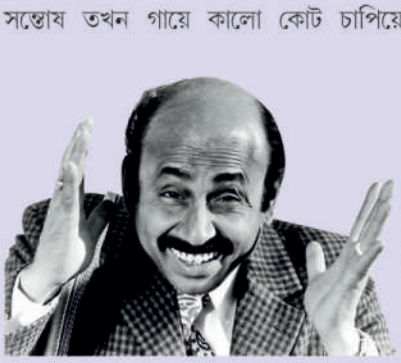

শিশির মঞ্চ শতবার্ষিক স্মরণ সারাদিন

দোলা চৌধুরী

প্রতিবছরের মতো এই বছরেও উৎসবে শতবর্ষে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হল তিন প্রবাদপ্রতিম শিল্পীকে গতকাল শিশির মঞ্চে। তৃপ্তি মিত্র, সন্তোষ দত্ত ও সলিল চৌধুরির শতবর্ষ উদ্‌যাপন করা হয় 'মানিক', 'জয় বাবা ফেলুনাথ' ও 'মর্জিনা আবদাল্লা';এই সিনেমা তিনটি প্রদর্শনের মাধ্যমে। মঞ্চ ও পর্দা দু-জায়গাতেই আমরা পেয়েছি তৃপ্তি মিত্র ও সন্তোষ দত্তকে। যদিও প্রথমজন থিয়েটার-জগতেই বেশি প্রসিদ্ধ। আবার সন্তোষ দত্তর অভিনয়ের জাদু রুপোলি পর্দাতেই আমরা বেশি দেখেছি। আর সলিল চৌধুরির সুরের মূর্ছনায় মন্ত্রমুগ্ধ কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী।

'মানিক' ছবিটির উপস্থাপনাকালে প্রখ্যাত চলচ্চিত্র সাংবাদিক এবং নাট্যব্যক্তিত্ব সম্রাট মুখোপাধ্যায় উল্লেখ করলেন তৃপ্তি মিত্রর 'ন্যাচারাল' অভিনয়ের কথা, যা কিনা ইটালির নিও রিয়ালিজ্‌মের ধারাকে বহন করে। 'পথিক', 'রিক্সাওয়ালা'র মতো 'মানিক' ছবিতেও আমরা দেখতে পাই তৃপ্তি মিত্রর ছক-ভাঙা আধুনিক অভিনয়, যা সমৃদ্ধ করেছিল ভারতীয় সিনেমার প্রারম্ভিক সময়কালকে।

বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও আকাদেমির সদস্য প্রসাদরঞ্জন রায় অভিনেতা সন্তোষ দত্ত সম্পর্কে বললেন 'জটায়ু জিন্দাবাদ'। 'পরশপাথর', 'চারমূর্তি', 'শ্রীমান পৃথ্বীরাজ' এবং আরও অন্যান্য ছবিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকায় অভিনয় করলেও জটায়ু চরিত্রটিই তাঁকে এনে দিয়েছিল সীমাহীন জনপ্রিয়তা।

সুরের জগতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরে এত পরীক্ষানিরীক্ষা আর কেউ করেছেন বলে মনে হয় না। সলিল চৌধুরি সম্পর্কে এমনটাই বললেন বিশিষ্ট অধ্যাপক অভীক মজুমদার। ধ্রুপদি সংগীত, লোকসংগীত এবং পাশ্চাত্য সংগীতের অপূর্ব সম্মেলন ঘটিয়েছিলেন তিনি। বাংলা, হিন্দি, তামিল, মালয়লম এবং আরও অনেক ভাষায় তিনি সুর করেছেন, সুর দিয়েছেন চলচ্চিত্রের সংগীতেও। 'গঙ্গা', 'দো বিঘা জমিন', 'আনন্দ' এবং আরও বহু ছবিতে তাঁর সংগীত আমাদের মুগ্ধ করেছে।

তিন প্রবাদপ্রতিম ব্যক্তিত্বের কাজের সঙ্গে যেমন পরিচিত হল এই বিশেষ অনুষ্ঠানত্রয়ীর মাধ্যমে, তেমনই তাঁদের ব্যক্তিত্বের বহুবর্ণময় দিকটি সম্পর্কেও অবহিত হয়ে সমৃদ্ধ হল নতুন প্রজন্মের শিশু-কিশোররা।

দর্শকের দরবারে 'দাবাড়ু'র দল

টিম 'দাবাড়ু'র বিশেষ উপস্থাপনার পরে পরিচালক আর খুদে অভিনেতার সাক্ষাৎকার। বুলেটিনের পাঠকদের জন্য লিখলেন জেবা মুন্সি।

এবারের উৎসবে তৃতীয় দিনের বিশেষ চমক বিখ্যাত সিনেমা 'দাবাড়ু'র টিমের উপস্থিতি। রবীন্দ্রসদনে ছবির শেষে হল ভরতি দর্শকদের সঙ্গে কথা বললেন ছবির অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, শিশুশিল্পী অর্ঘ্য দাস আর ছবির পরিচালক পথিকৃৎ বসু। তাঁদের বরণ করে নেন তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের আধিকারিক রানা দেব দাশ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন এই উৎসবের প্রিভিউ কমিটির সদস্য জন হালদার।

ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত জানান, 'দাবাড়ু আমার নিজের খুব পছন্দের ছবি। দাবা নিয়ে খুব বেশি ছবি তো হয়নি। তাই ভারতীয় দাবার আন্তর্জাতিকমানের বাঙালি প্রতিভা সূর্যশেখর গঙ্গোপাধ্যায়ের জীবন নিয়ে ছবিটা সকলের কাছেই খুবই অনুপ্রাণিত করার মতো একটি ছবি।' এখানে পরিচালক পথিকৃৎ বসু বলেন, 'এই প্রথম কোনও দাবাড়ুর জীবন থেকে ছবি করা হয়েছে, এর আগে কখনও ভারতবর্ষের ভেতর চেস প্লেয়ারের ওপর আজ পর্যন্ত কোনও ছবি হয়নি। এই ছবিতে চিরঞ্জিতদা বা দীপঙ্কর দে-র মতো অভিনেতাদের পেয়েও আমরা খুবই আপ্লুত।'

শিশুশিল্পী অর্ঘ্য দাস তার ছবির সেটের কিছু স্মৃতিও ভাগ করে নিল সকলের সঙ্গে। অর্ঘ্য জানায়, 'আমি ছোটোবেলা থেকে দাবা তো সেইভাবে খেলিনি। ফলে ছবি তৈরির আগে আমাকে পুরোপুরি গ্রুমিং করা হয়েছে। ফলে, পরে আমার দাবার প্রতি আগ্রহ আরও অনেকটা বেড়েছে। এখন তো মনে হয়, সবার এই খেলাটি শেখা উচিত।' দারুণ কথা আর মজার মুহূর্তে ছবি দেখার পরের সময়টাও খুদে দর্শক আর তার অভিভাবকদের কাছে বেশ স্মরণীয় হয়ে থাকল।

'শুধু সূর্যশেখর নয়, তার মায়ের আত্মত্যাগের কাহিনিও'

পথিকৃৎ বসু, পরিচালক

এই সুন্দর উৎসবে এসে আমার খুবই ভালো লাগছে আর এইরকম বিশেষ একটি জায়গায় আসতে পেরে আমি খুবই কৃতজ্ঞ। আমাদের সিনেমা 'দাবাড়ু' এখানে এই নিয়ে দুবার দেখানো হল। দর্শকদের দিক থেকে আমরা প্রচুর পজিটিভ রেসপন্স পেয়েছি। আসলে এটা তো শুধু একজন খেলোয়াড়ের গল্প নয়, এখানে আছে এক মায়ের আত্মত্যাগের গল্প। শিবুদা (শিবপ্রসাদ মুখার্জি) সূর্যশেখর গাঙ্গুলির ব্যাপারে বলে, তখন আমি সূর্যর বাড়িতে যাই। ওঁর কাছে ওঁর স্ট্রাগলের যে কাহিনি শুনি, সেটা থেকে আমার মনে হয় এটা শূন্য থেকে শুরুর গল্প নয়, একেবারে নেগেটিভ থেকে গ্র্যান্ডমাস্টার হওয়ার গল্প। ওঁরা যেভাবে খেলেন, সেই হাতের মুভমেন্টটাও কত যত্ন করে দেখেছেন আর অভিনয়ে এনেছেন দীপঙ্কর দে আর চিরঞ্জিতদা, সেটা দেখার মতো।

জন হালদার

ছোটোদের বাংলা ছবির জগৎ এতটাই সমৃদ্ধ যে, ভারতের যে-কোনও ভাষাতে তৈরি, এমনকি পৃথিবীর যে-কোনও দেশে যে-কোনও ভাষাতে তৈরি এই ধরনের ছবির সঙ্গে তার পাল্লা দেওয়ার ক্ষমতা আছে। সে অভিযানের গল্প বা রহস্য কাহিনি থেকে শুরু করে মানুষের গল্প, মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক খোঁজার কাহিনি, নানা বিষয়ের মধ্যেই অবিরাম তার আসা-যাওয়া। আরও বড়ো ব্যাপার হল, বাংলার তখনকার আর এখনকার প্রায় সব চিত্রপরিচালকই ভেবেছেন ছোটোদের জন্য ছবি করতে। সত্যজিৎ রায় আর তপন সিংহ তো ভেবেছেনই, ঋত্বিক ঘটক, মৃণাল সেনও অন্তত একটি করে ছবি করেছিলেন ছোটোদের জন্য। এখনকার সন্দীপ রায়, কমলেশ্বর মুখোপাধ্যায় থেকে সৃজিত মুখোপাধ্যায়, রাজ চক্রবর্তীর মতো গুরুত্বপূর্ণ পরিচালকরাও ভেবেছেন ছোটোদের ছবি করার কথা।

এবারের উৎসবে এবার সত্যজিৎ রায়ের 'সোনার কেল্লা', 'হীরক রাজার দেশে'র মতো ছবি তো আছেই। আরও রয়েছে 'মানিক', 'বাদশা', 'ভোম্বল সর্দার'-এর পাশাপাশি 'কোনি', 'রামধনু', 'দাবাড়ু'। তার সঙ্গে কোনও সিনেমার বিষয় খেলা, তো কোনও সিনেমার বিষয় ছোট্ট একটি শিশুর সংস্পর্শে এসে দুষ্টু লোকের ভালো হওয়ার গল্প। রূপকথার মোড়কে তৈরি 'হীরক রাজার দেশে' যেমন আধুনিক পৃথিবীর কথা বলে, তেমনই 'পক্ষীরাজের ডিম' বা 'আইকম বাইকম' থেকে 'হবুচন্দ্র রাজা গবুচন্দ্র মন্ত্রী' আমাদের কখনও রূপকথা আর কল্পবিজ্ঞানের সঙ্গে মিশিয়েই আমাদের দেয় এক ভালো-থাকার ঠিকানা। কিংবা ধরো, 'পাতালঘর'-এর মতো সিনেমা। কতদিন আগে এই ছবির নির্মাতারা এই মাপের একটি ছোটোদের ছবি করার কথা ভেবেছিলেন। তোমরা এই ছবিটি দেখতে কিছুতেই ভুলো না যেন! আর তার সঙ্গে সঙ্গেই বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে বিভিন্ন সময়ে ছড়ানো-ছিটোনো এই ছবিগুলি দেখলে ছোট্ট বন্ধুরা বুঝতে পারবে আমাদের বাংলা সিনেমা বিশ্বের দরবারে কেন এক চমৎকার গুপ্তধনের খনি।

‘ছোটোদের কোনও রিহার্সাল লাগে না’

নন্দিতা রায়, পরিচালক

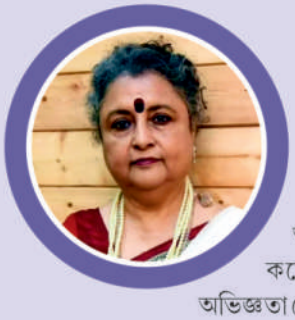

আমার ছোটোদের সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা খুবই ভালো। আমি নিজে বাচ্চাদের ছবি বানাতে খুব ভালোবাসি। আমরা ছোটোদের নিয়ে অনেকগুলো ছবি করেছি। কাজের অভিজ্ঞতা থেকে আমার যেটা মনে হয় যে, বাচ্চাদের সঙ্গে কাজ করতে হলে প্রথমে তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে হয়। যদি সেটা একবার করে ফেলা যায়, তখন বাচ্চারা কাজে খুব ভালো সাড়া দেয়। তবে এই বন্ধুত্ব করার জন্য ওদের সঙ্গে সমান সমানভাবে কথাবার্তা বলতে হয়। মানে বড়োদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে গেলে যেভাবে কথা বলি আমরা, সেভাবে বলতে হয়। ওদের কখনও মনে করতে দেওয়া যাবে না যে ওরা ছোটো আর আমরা বড়ো। এই পার্থক্যটা যদি ওরা বুঝতে পারে তাহলেই কিন্তু একটু অস্বস্তি হবে আর তখন ভাবটা ঠিকমতো জমবে না। সেজন্য আমরা প্রথমেই ওটা ভেঙে দিই। যেমন আমরা অনেক সময়েই বলি যে, আমরা ওদের স্কুলে পড়ি। অনেকটা যেন উঁচু ক্লাসে পড়ি বলে আমাদের চেনে না, খেয়াল করেনি। এইরকমভাবেই বন্ধুত্বটা পাতাতে হয়। তবে এটা স্বীকার করতেই হবে যে বাচ্চারা, বিশেষ করে আজকালকার বাচ্চারা খুবই বুদ্ধিমান। তাদের কোনওরকম ইনহিবিশন নেই। ক্যামেরার সামনে দাঁড়াতে লজ্জা, ভয় কিছুই পায় না। এত সহজভাবে অভিনয় করে যে, দেখে চমক লেগে যায়। আমার তো ছোটোদের নিয়ে কাজ করতে যে এত ভালো লাগে, তার একটা কারণ হল, ওরা একদম স্বতঃস্ফূর্ত অভিনয় করতে পারে। বড়োদের অভিনয়ে কিন্তু সেটা পাওয়া কঠিন। আসলে ছোটোদের মজা হচ্ছে, ওদের একটা কাজ করতে বললে, ওরা মনে করে, ওদের সেটা করে দেখাতে হবে। মানে ওরাও যেন বড়ো হয়ে গেছে, যা ওদের বলা হয়েছে, সবই ওরা পারে, এরকম একটা মনোভাব থেকে অভিনয়টা অনায়াস করে দেয়। খুব বেশি কিছু শেখাতে হয়, বারবার দেখিয়ে দিতে হয়, তাও কিন্তু নয়। যে-কোনও চরিত্রে অভিনয়ের সময় দারুণ সব এক্সপ্রেশন দেয়। তবে বড়োদের মতো করে বলতে হয়, ‘তোমার কাছ থেকে এরকমটা চাইছি। একটু করে দেখাও তো।’ সঙ্গে সঙ্গে করে দেবে। তারপরে হয়তো বললাম, ‘না, এটা ঠিক হল না। আর-একরকম করো তো।’ তখন সেটাও করে দেবে। অনায়াসে তিন-চাররকম এক্সপ্রেশন দেখিয়ে দেবে। নিজে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন।

এমনিতে আমাদের সব সময়েই ইউনিটের সঙ্গে একজন চাইল্ড ট্রেনার থাকে। সে ওদের সংলাপটা মুখস্থ করায়। সেটাই ওর কাজ। বাচ্চারা যাতে সংলাপটা ঠিকঠাক মুখস্থ করে ফেলতে পারে, সেটাই ওরা দ্যাখে। সেজন্যও অবশ্য তাকে বাচ্চাদের সঙ্গে ভাব করে নিতে হয়। এই চাইল্ড ট্রেনাররা বাচ্চাদের সঙ্গে একেবারে মিলেমিশে যায়। আমি এরকমও দেখেছি, ছবির কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার পর বাচ্চারা ওই ট্রেনারকে ছেড়ে যেতে চায় না। মা-কে বলে, ‘এই দিদিটাকেও নিয়ে চলো, আমার সঙ্গে থাকবে।’ তবে কাজটা কিন্তু বড়োদের সঙ্গে যেভাবে হয়, সেভাবেই করতে হয়। আমরা একসঙ্গে বসে স্ক্রিপ্ট রিডিং করি। তখন ওদের গল্পটা বুঝিয়ে দেওয়া হয়। কোন চরিত্র, ওর কাছ থেকে আমরা কী চাইছি, সেটা বুঝিয়ে বলতে হয়। তারপর আর কোনও অসুবিধা হয় না। ঠিকঠাক করে দেয়। ওদের কিন্তু শুটিং-এর সময় বারবার টেকও দিতে হয় না, তখন আর রিহার্সালও লাগে না। নিজের শুধু নয়, অন্যের ডায়ালগও বাচ্চারা মুখস্থ করে ফ্যালে। ‘রামধনু’র শুটিং-এ তো একটা দারুণ মজার ঘটনা ঘটেছিল। গার্গী আর বাচ্চাটার কথোপকথন চলছে। গার্গী নিজের সংলাপ বলেছে। কিন্তু বাচ্চাটা চুপ করে আছে। তো আমরা বললাম, ‘কী হল, এবার তো তোমার ডায়ালগ। বলছ না কেন?’ তখন বলল, ‘ও ভুল বলেছে তো। আগে ঠিক করে বলুক, তারপর বলব।’ মানে গার্গী ডায়ালগে একটু ভুল বলেছিল, কথা আগে-পরে হয়েছিল। খাতায় যেটা লেখা ছিল, সেটা বলেনি। তাহলে ও আর বলবে কেন? তাই চুপ করে আছে। এইসব মিলিয়ে ছোটোদের নিয়ে কাজ করাটা এত সহজ আর মজার হয় যে, ওটাকে প্রায় এন্টারটেনমেন্টই বলা যায়। মনেই হয় না যে, কোনও কাজ করছি।

সাক্ষাৎকার ও অনুলিখন দীপান্বিতা রায়

সোনাদার সঙ্গে সেল্‌ফি

উৎসবে রবীন্দ্রসদন আর নন্দন-১-এ পরপর দুটি সিনেমা ‘গুপ্তধনের সন্ধানে’ ও ‘দুর্গেশগড়ের গুপ্তধন’-এর শো-এ এলেন আবির ‘সোনাদা’ চট্টোপাধ্যায়। কানায় কানায় ভরতি প্রেক্ষাগৃহে সোনাদার উপস্থিতিমাত্র উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়লেন দর্শকরা। ছোটো থেকে বড়ো সবাই একবার ছুঁয়ে দেখতে চায় সোনাদাকে। সোনাদা সবার সঙ্গে ছবি দেখার আনন্দ ভাগ করে নিলেন এবং দর্শকদের ভালোবাসা তাঁর দুই সঙ্গী আবিরলাল ও ঝিনুকের হয়েও গ্রহণ করলেন। খুদে দর্শকদের অনুরোধে তাদের সঙ্গে সেল্‌ফিও তুললেন সোনাদা।

শুভদীপ দত্ত

এবারের উৎসব কর্মশালা থেকে চিত্রপ্রদর্শন

মোবাইলের সিনেমা

অভীক মজুমদার

খুদেদের হাতে মোবাইল ফোন দেখলেই আমরা হইহই করে উঠি। কোনও সন্দেহ নেই শিশু-কিশোরদের মনে গভীর প্রভাব ফেলতে পারে এই যন্ত্র। এই অপপ্রভাব থেকে মুক্তির কোনও পথ আছে কি ? শিশু কিশোর আকাদেমি সেই কারণে নির্দিষ্ট কিছু উদ্দেশ্য নিয়ে শিশুদের হাতে তুলে দিয়েছে মোবাইল, তাদের আলাদা কর্মসূচির মাধ্যমে শিখিয়েছে, কীভাবে সৃষ্টিশীল কাজে ব্যবহার করা যায় এই যন্ত্রটিকে। শিশু-কিশোরদের হাতে হাতে তাদের জীবনের কথা, তাদের স্বপ্নের কথা, তাদের আনন্দ-বেদনা, উল্লাস-বিষাদের মুহূর্ত ছায়াছবির আকারে পরিবেশিত হচ্ছে। ২০২৬ সালের কলকাতা আন্তর্জাতিক শিশু কিশোর চলচ্চিত্র উৎসবে নজর কাড়বে শিশুদের নিজেদের তৈরি ছোট্ট ছোট্ট মোবাইলের ছবি।

শিশুদের যেমন থাকে নিজস্ব স্বপ্নজগৎ, তেমনি তাদের দৃষ্টিভঙ্গিও হয় নিজস্ব। মনে মনে নানা রঙের ডানায় ভর দিয়ে তারা অনায়াসে সফর করে দেশে-বিদেশে, পশুদের রাজ্যে অথবা রূপকথার শহরে। প্রতিদিনের অভিজ্ঞতার ছোটো ছোটো পরিসরেও তাদের দৃষ্টিকোণ অনেকটাই বড়োদের থেকে আলাদা হয়ে যায়। সেজন্য শিশুদের নিজেদের তৈরি ছবির তাৎপর্য অনেক। সত্যি বলতে কী, ওদের তৈরি ছবি কিন্তু বড়োরা, তাঁরা যত বড়ো সিনেমা নির্মাতাই হোন-না কেন, কিছুতেই বানাতে পারবেন না।

অবশ্যই এই সিনেমার উৎসবে খুদেদের বানানো ছবির জন্য থাকছে চোখধাঁধানো পুরস্কার। খুদে নাগরিকদের তৈরি করা এই ছবিগুলিতে তিনটি বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে লক্ষ করার—

- শিশুদের, চিত্রনাট্য এবং দৃশ্যরূপকে একসঙ্গে উপস্থাপনার নানা প্রয়াস।
- প্রকৃতি, প্রাণীজগতের নানা অভিব্যক্তি, মানবসম্পর্কের খুঁটিনাটি উপস্থাপনার প্রয়াস।
- নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি আর অনুভূতিকে লালন করার শৈল্পিক দক্ষতা।

ছোটোদের ছোটো ছবি

জেবা মুন্সি

গত বছর থেকে শুরু হয়েছিল। এবারেও সেইভাবে উৎসবের কর্মশালা হল স্মার্টফোনে ছবি তৈরি করার। এবার স্মার্টফোনে ছবি তৈরির দুটি কর্মশালার আয়োজন করা হয় ৩ থেকে ৭ জুন ২০২৫ রূপকলা কেন্দ্র, কলকাতায় আর ১৭ জুন থেকে ২১ জুন, ২০২৫ চন্দননগরের জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সভাগৃহে। ২৬ জানুয়ারি দুপুর ১২টা থেকে ৩টে নন্দন-৩-এ দেখানো হল এই কর্মশালায় তৈরি ৪০ জন নবীন শিক্ষার্থীর ৪০টি চলচ্চিত্র। নন্দন চত্বর মেতে উঠেছিল বাচ্চাদের এবং অভিভাবকদের খুশির উল্লাসে।

বিচারকমণ্ডলীর মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রাজু রমন, অভীক মজুমদার, শিলাদিত্য সেন। ছবি দেখানোর শেষে রূপকলা কেন্দ্র এবং চন্দননগরের কর্মশালায় যেসব খুদে অংশ নিয়েছিল, তাদের মধ্যে কয়েকজনকে পুরস্কৃত করা হল। কলকাতার কর্মশালা থেকে প্রথম স্থান অর্জন করেছে গহনিকা কর্মকারের 'উপার্জনের রূপকথা' ছবি। দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছে সুরাঞ্জলি চক্রবর্তীর 'আমি তোমার মাটির কন্যা' ফিল্ম। তৃতীয় স্থান অর্জন করেছে দীপিকা দলুইয়ের 'কাঠগোলাপ নীরবতার এক ফ্রেম'। চন্দননগরের কর্মশালা থেকে প্রথম স্থান অর্জন করেছে অর্চিশা মান্নার 'কালচক্র'। দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছে সমাদৃতা সামন্তর 'মোদক'স ফ্লেভার অন এভরি বাইট' ছবি। আর তৃতীয় স্থান অর্জন করে শেখ মেহেরাজ উদ্দিনের 'দি অ্যাপিয়ারেন্স অব অ্যান আননোন মেন্টর' ছবিটি। সব মিলিয়ে সে এক জমজমাট ব্যাপার।

দ্বাদশ কলকাতা আন্তর্জাতিক শিশু কিশোর চলচ্চিত্র উৎসব, ২০২৬ উপলক্ষ্যে শিশু কিশোর আকাদেমি, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার দ্বারা প্রকাশিত।
উৎসব অধিকর্তা **অর্পিতা ঘোষ** (সভাপতি)। প্রকাশক **মন্দাক্রান্তা মহলানবীশ**, উৎসব আহ্বায়ক ও সচিব, শিশু কিশোর আকাদেমি।
প্রকাশনা তত্ত্বাবধান **শর্বাণী বন্দ্যোপাধ্যায়**, প্রকাশনা পরিচালক, শিশু কিশোর আকাদেমি। মুদ্রণ শ্রীমা এন্টারপ্রাইজ, ৩৫, বৈদ্যনাথ দত্ত সরণি, হাওড়া ৭১১১১৩।
যুগ্ম সম্পাদক **শুভেন্দু দাশমুন্সী, দীপান্বিতা রায়**।

দ্বাদশ কলকাতা আন্তর্জাতিক শিশু কিশোর চলচ্চিত্র উৎসব, ২০২৬ উপলক্ষ্যে প্রকাশিত দৈনিক বুলেটিন

বায়োস্কোপের বাক্স

শিশু কিশোর আকাদেমি, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

KICFF 2026

সংখ্যা ৪ ২৬ জানুয়ারি ২০২৬ সোমবার

চত্বর যদি তুমি দ্যাখো ঘুরে ঘুরে। গুপ্তধনের খোঁজ সারা মাঠ জুড়ে।।

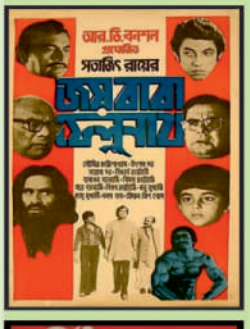

আজকের বিশেষ প্রদর্শন

শতবার্ষিক স্মরণ

শিশির মঞ্চ

১২.০০ মানিক
তৃপ্তি মিত্রর অভিনয়সমৃদ্ধ
উপস্থাপনা করবেন সম্রাট মুখোপাধ্যায়

৩.০০ জয় বাবা ফেলুনাথ
জটায়ুর ভূমিকায় সন্তোষ দত্ত
উপস্থাপনা করবেন প্রসাদরঞ্জন রায়

৬.০০ মর্জিনা আবদাল্লা
ছবির সুরকার সলিল চৌধুরী
উপস্থাপনা করবেন অভীক মজুমদার

তিন বাঙালির জন্মশতবর্ষ এবং বিশ্বজনীনতা

রৌনক রায়

এ বছর বাংলার সাংস্কৃতিক জগতের তিন মহান ব্যক্তিত্বের জন্মশতবর্ষ। তার মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় তৃপ্তি মিত্রর নাম। পদ্মশ্রীজয়ী এই শিল্পী মঞ্চে এবং রুপোলি পর্দায় নিজের প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন। ঋত্বিক ঘটকের 'যুক্তি-তক্কো-গপ্পো'র মতো সিনেমাকে নিয়ে তিনি পৌঁছে দিয়েছিলেন অন্য মাত্রায়। তাঁর অভিনীত 'রক্তকরবী'র নন্দিনী বা 'চার অধ্যায়'-এর এলা কিংবা তাঁর একক নাটক 'অপরাজিতা' আজও অভিনেতাদের কাছে দৃষ্টান্তস্বরূপ। তিনি মূলত কাজ করেছেন মঞ্চে, এরই মধ্যে তাঁর অভিনয়ে সমৃদ্ধ ছোটোদের ছবি 'মানিক' এবার ছোটোদের চলচ্চিত্র উৎসবের তালিকায়।

আরও এক কিংবদন্তিপ্রতিম সুরকার সলিল চৌধুরিও এবার পা রাখলেন শতবর্ষে। এই চলচ্চিত্র উৎসবে স্মরণ করা হয়েছে তাঁকেও। তিনি যুক্ত ছিলেন গণনাট্য সংঘের সঙ্গে। পঞ্চাশের মন্বন্তর থেকে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ সবই তিনি ধরে রেখেছেন তাঁর সুরের মূর্ছনায়। লোকজ সংগীতকে অনায়াসে মিলিয়েছেন ইউরোপীয় সিম্ফনির সঙ্গে। কী কলকাতায়, কী মুম্বইয়ের হিন্দি ছবিতে বহু জনপ্রিয় ছবির গানে অসামান্য সব সুর দিয়েছেন সলিল চৌধুরি। কিন্তু এবারে যেহেতু আমাদের উৎসবের থিম গুপ্তধন, তাই আমরা এখানে বেছে নিয়েছি তাঁর সুরারোপিত গানে ভরা 'মর্জিনা আবদাল্লা' ছবিটি।

'সোনার কেল্লা'য় আমাদের সব্বার প্রিয় জটায়ু ওরফে লালমোহন গাঙ্গুলির চরিত্রাভিনেতা সন্তোষ দত্তরও তো এবার শতবর্ষ। তিনি পেশায় ছিলেন জাঁদরেল আইনজীবী। কিন্তু ছবির পর্দায় তিনিই আবার হাস্যরসের জাদুকর। সেই 'পরশপাথর' দিয়ে যাত্রা শুরু। এরপর 'সমাপ্তি'র ওই ছোট্ট চরিত্রটি থেকে 'গুপী গাইন বাঘা বাইন'-এর ডবল রোলে শুন্ডির রাজা আর হাল্লার রাজা আর 'হীরক রাজার দেশে' ছবিতেও দ্বৈত চরিত্রে শুন্ডির রাজা আর বিজ্ঞানী এবং অবশ্যই 'সোনার কেল্লা' ও 'জয় বাবা ফেলুনাথ'। এদিকে 'মর্জিনা আবদাল্লা'তে আলিবাবা কিংবা 'চারমূর্তি'র গল্পবাজ পিসেমশাই, যে চরিত্রেই তিনি অবতীর্ণ, সেখানেই তাঁর অভিনয় দর্শক-স্মৃতিতে অমলিন।

বাংলা সিনেমা ধারাবাহিকভাবে সমৃদ্ধ হয়েছে তাঁর অভিনয়ের গুণে। এতটাই দর্শকপ্রিয় হয়েছিলেন সন্তোষ দত্ত যে, সত্যজিৎ রায় নিজের বইয়ের অলংকরণ বদলে জটায়ুকে সন্তোষ দত্তর আদলে আঁকতে শুরু করেন। সন্তোষ দত্তর প্রয়াণের পর সত্যজিৎ আক্ষেপ করে বলেছিলেন, তাঁর পক্ষে আর ফেলুদা বানানো সম্ভব হবে না। কারণ, জটায়ু ছাড়া তো ফেলুদা অসম্পূর্ণ আর সন্তোষ দত্ত ছাড়া জটায়ু অসম্ভব। এবারের উৎসবের তালিকায় আছে সন্তোষ দত্ত অভিনীত দুটি ছবি 'সোনার কেল্লা' এবং 'জয় বাবা ফেলুনাথ'। আছে 'মর্জিনা আবদাল্লা'ও।

চলচ্চিত্রশিল্পের সঙ্গে যুক্ত বহু মানুষ বহু প্রতিভাকেও স্মরণ করা এই ছোটোদের ছবির উৎসবের একটি দায়িত্ব। সেই ভাবনা থেকেই জন্মের শতবর্ষে এই তিন বাঙালির ছবির মাধ্যমে তাঁদের শ্রদ্ধা জানানো হবে আজ শিশির মঞ্চে সারাদিন। তাঁদের কথা বলবেন, তাঁদের অবদানের কথা বলবেন এই সময়ের তিন বিশিষ্ট মানুষ।

বিদেশি ছবির মেলা

কাজাখস্তানের চলচ্চিত্রের ইতিহাস ও ছোটোদের ছায়াছবি

শুভদীপ দত্ত

গত শতাব্দীর তিনের দশক নাগাদ সারা পৃথিবীব্যাপী সিনেমার দৌড়ে অংশগ্রহণ করে কাজাখস্তান। ১৯৩৪ সালে 'আলমা-আতা' ফিল্ম স্টুডিয়োর প্রতিষ্ঠা হয় এবং সেখানে শুরু হল তথ্যচিত্র তৈরির কাজ। প্রথমদিকে কাজাখ ফিল্ম সোভিয়েত প্রচারের অংশ হিসেবে সিনেমার কাজ করলেও, পরে এখানে এক নিজস্ব ধারার জন্ম হয়। ১৯৩৮ সালে 'লেনফিল্ম' স্টুডিয়োতে নির্মিত হয় কাজাখস্তানের প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্যের ফিচার ফিল্ম বা কাহিনিচিত্র 'আমানজেল্ডি'। এই দেশের একজন বিপ্লবী নেতা আমানজেল্ডি আইমানভের জীবন থেকে তৈরি হয় এই ছবি। ছবিটি দারুণভাবে সাফল্য লাভ করে। এরপর ধীরে ধীরে কাজাখস্তানের সিনেমা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। ১৯৫৬ সালে এ স্লোবোডনিক নামক এক পরিচালকের হাত ধরে নির্মিত হয় কাজাখস্তানের প্রথম ছোটোদের কাহিনিচিত্র 'উইংড গিফট'। কাজাখস্তানের সাম্প্রতিক সময়ের কয়েকটি শ্রেষ্ঠ ছোটোদের ছায়াছবি এবারের উৎসবে।

দ্য গ্লোব (২০২৪) আধুনিক কাজাখস্তানের প্রেক্ষাপটে 'দ্য গ্লোব' একটি তরুণের বড়ো হয়ে ওঠার গল্প। সমাজের চাপ আর নিজের ভেতরের প্রশ্নের মুখোমুখি হয়ে সে খুঁজে ফেরে নিজের পরিচয়। স্বপ্ন, বন্ধুত্ব ও দায়িত্বের টানাপোড়েনে ঠিক,ভুলের সীমা ক্রমশ অস্পষ্ট হয়ে ওঠে। দ্রুত বদলে-যাওয়া চারপাশের মধ্যে দাঁড়িয়ে এই কাহিনি কৈশোরের মানসিক অস্থিরতাকে সহজ ও বাস্তব ভঙ্গিতে তুলে ধরে।

মিকা (২০২৩) সাত বছরের মিকা শহরে থাকে তার দাদুর সঙ্গে। দুজনের স্নেহের সম্পর্ক চারপাশের মানুষকে ছুঁয়ে যায়। সব কিছু ঠিকঠাক চলছিল, কিন্তু একদিন বদলে যায় পরিস্থিতি। খিটখিটে স্বভাবের মডেল দায়ানার চোখ পড়ে মিকার নিষ্পাপ, মায়াময় মুখের দিকে। সেই মুহূর্ত থেকেই এক ছোটো মেয়ে আর এক পরিণত নারীর জীবনে শুরু হয় নতুন অধ্যায়;যার পরিণতি ভালোও হতে পারে, আবার অজানাও।

বিউটিফুল (শর্ট ফিল্ম) অদম্য জেদ আর আত্মবিশ্বাসে বেঁচে থাকার এক সহজ গল্প এই সিনেমা। কাজাখস্তানের প্রেক্ষাপটে মানুষের অসহায়তা ও আগামীর স্বপ্নগুলি এখানে চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। ছোটো ছোটো মুহূর্তের মধ্য দিয়ে ছবিটিতে আত্মসম্মান ও সৌন্দর্যের আসল মানে খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে।

সেরিকটেস (শর্ট ফিল্ম) এক চুরির রহস্য ভেদ করতে নামে দুই গোয়েন্দা। সূত্র আর বুদ্ধির জোরে, গন্ধ শুঁকে চোর ধরার এই অভিযানে তারা কি সত্যিকারের অপরাধীকে খুঁজে পাবে?

আলদার (শর্ট ফিল্ম) চুরি আর ছদ্মবেশে পটু আলদার এক দুর্গে বড়ো ডাকাতি করতে ঢোকে, কিন্তু রক্ষীর চোখ এড়ায় না। বিপদে পড়া আলদারকে তার বন্ধু কি রক্ষা করতে পারবে?

উৎসবের কড়চা

সুদূর কাজাখস্তান থেকে

উৎসবের তৃতীয় দিনে কাজাখস্তানের তাশকিন অ্যানিমেশন স্টুডিয়ো থেকে এলেন অইগেরিম আব্দরামানোভা ও মাদিনা সুতবায়েভা। ঘুরে দেখলেন আর আনন্দে উচ্ছ্বসিত হলেন এই বিরাট উৎসবের নানান সাজ দেখে। তাঁদের সংবর্ধনা জানালেন আকাদেমির সচিব শ্রীমতী মন্দাক্রান্তা মহালনবীশ।

মাদিনা সুতবায়েভা বলেন, 'আমাদের স্টুডিয়ো তাশকিন-এর (Tashkin) পরিচয় করিয়ে দিতে পেরে অত্যন্ত আনন্দিত। আমরা গত তিন বছর ধরে অ্যানিমেশনের কাজে নিয়োজিত আছি। এটি একটি চ্যালেঞ্জিং সফর ছিল এবং শেষ পর্যন্ত বড়ো পর্দায় আমাদের কাজ দেখতে পাওয়াটা সত্যিই চমৎকার একটি অনুভূতি। আমাদের এই অভিনব উৎসবে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আয়োজকদের অনেক ধন্যবাদ। কলকাতায় আসতে পেরে আমরা খুবই খুশি।' হলে ভরা দর্শকরা আনন্দ পেলেন এই ছবির মেলায়!

শুভদীপ দত্ত

প্রদর্শনীর বিশেষ অতিথি

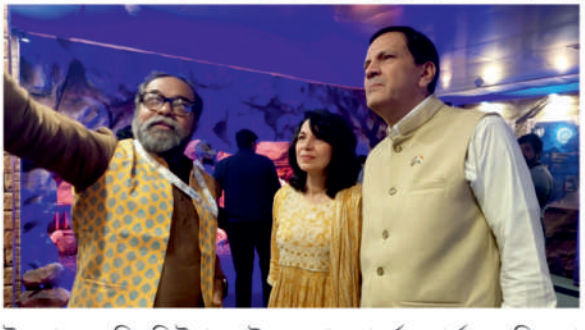

উদ্‌বোধনের দিন কিউবার রাষ্ট্রদূত হুয়ান কার্লোস মার্সান আগিলেরা ও তাঁর ফার্স্ট সেক্রেটারি মাইকি দিয়াজ ঘুরে দেখলেন উৎসবের প্রদর্শনী 'গুপ্তধনের অভিযানে'। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন আকাদেমির সচিব মন্দাক্রান্তা মহলানবীশ এবং উৎসবের মুখ্য স্থপতি শুভেন্দু দাশমুন্সী। শ্রীআগিলেরা ও শ্রীমতী দিয়াজ তো মুগ্ধ এই উপস্থাপনা দেখে। প্রদর্শনী দেখতে দেখতে তাঁরাও তাঁদের নানা ভাবনার কথা বলেন। পরের দিন তাঁরা দুজনে উপস্থিত ছিলেন কিউবার ছবি-প্রদর্শনের মুখ্য উপস্থাপক রূপে। তাঁরা বলেন, 'আমাদের দুই দেশের সাধারণ মূল্যবোধগুলির মধ্যে আছে এক গভীর ঐক্য।'

রৌনক রায়

সোনাদা হল আজকের ফেলুদা

আবির চট্টোপাধ্যায়, অভিনেতা

সোনাদার আমি তিনটে ছবি করেছি, মানে এখনও পর্যন্ত তিনটে ছবিতে আমি সোনাদার ভূমিকায় অভিনয় করেছি। আশা করি, ভবিষ্যতে আরও করতে পারব। কারণ, দর্শকদের সোনাদাকে পর্দায় দেখার একটা আগ্রহ আছে। সোনাদার চরিত্রে অভিনয় করতে আমার খুব ভালো লেগেছে। তার কারণ, চরিত্রটার মধ্যে একটা আন্তীকরণের ব্যাপার আছে। সোনাদার তো কোনও বই ছিল না। আগে কেউ এই চরিত্রে অভিনয়ও করেনি। তাই আমাকে আমার নিজের মতো করে চরিত্রটাকে কিংবা বলা ভালো, সোনাদা মানুষটাকে তৈরি করে নিতে হয়েছিল। তার কথা বলার ভঙ্গি, হাঁটাচলা, ম্যানারিজ্‌ম সব কিছু। বাংলায় জনপ্রিয় লেখকের তৈরি-করা গোয়েন্দা চরিত্র নিয়ে সিনেমা হয়েছে। রীতিমতো সফল সিনেমা হয়েছে। বই যত জনপ্রিয়, ছবিও ততই জনপ্রিয় এমনটাও হয়েছে। কিন্তু সোনাদা একেবারে সিনেমার জন্য তৈরি। তাই প্রথম সোনাদা তৈরির আগে যখন আমার সঙ্গে পরিচালক ধ্রুব বন্দ্যোপাধ্যায় এবং লেখক শুভেন্দু দাশমুন্সীর আলোচনা হয়েছিল, তখন আমরা একটা জায়গায় একমত হয়েছিলাম যে, এতদিন যে গল্পগুলো নিয়ে ছবি হয়েছে, সেটা আমাদের প্রজন্মের পছন্দের গল্প। ফেলুদা পুরোপুরি আমাদের প্রজন্মের। ব্যোমকেশ আরও আগের। তাহলে আজকের ছেলেমেয়েদের জন্য কিছু দরকার। তাহলে সোনাদা হবে পুরোপুরি আজকের প্রজন্মের। সে হবে ওই ২০১৩-১৫-এই সময়কার একজন যুবক। তার মানে যারা ২০০০ সালের পরে জন্মেছে, তাদের জন্য কিন্তু সোনাদা। তারা সোনাদার সঙ্গে সব থেকে বেশি নিজেদের সম্পৃক্ত করতে পারবে। তবে তার আগে মানে আমাদের সময়কার কিংবা তারও আগের যারা, তাদেরও যাতে সোনাদা ভালো লাগে, সেই ব্যাপারটা আমাদের মাথায় রাখতে হয়েছিল। সেজন্যই সোনাদার মধ্যে এমন একটা বাঙালিয়ানা আছে, যেটা একেবারে আমাদের নিজস্ব। সোনাদার সঙ্গে যে দুজন আছে, তাদের মধ্যেও কিন্তু বাঙালিয়ানা প্রবলভাবেই আছে। সোনাদা দাদার মতো। জ্ঞান দেয়, কিন্তু ঠিক জ্ঞান দেওয়ার মতো করে নয়। তার সঙ্গে ইয়ারকি-ফাজলামি, দুষ্টুমি করা যায়। আবার সে কিন্তু যথেষ্ট দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন। সব মিলিয়ে বলতে গেলে, এককথায় সোনাদাই হচ্ছে আজকের ফেলুদা। তবে আমি এখানে একটা কথা বলব, আমাদের পরের সোনাদার প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে। আমার নিজের মতে সোনাদাকে এবার আরও একটু সাম্প্রতিক করা দরকার হবে। কারণ, কোভিড-পরবর্তী সময়ে পৃথিবী এক ধাক্কায় অনেকটা বদলে গিয়েছে। সোনাদাকেও তার সঙ্গে মানিয়ে বদলে নেওয়া দরকার।

কুইজের আসর ছোটোদের ছবির প্রশ্নোত্তরে জমজমাট

একতারা মুক্তমঞ্চে ছবি তো দেখানো হবে সন্ধেবেলা। তার আগে রবিবার সেখানেই বসল কুইজের আসর। আজ কুইজমাস্টার ছিলেন বিশিষ্ট চিত্রসাংবাদিক অতনু রায়। ছ-টি স্কুল থেকে মোট ২৫ জন ছিল খুদে প্রতিযোগী। খেলার মধ্যে এক-একটি দলের নামকরণ হয়েছিল ছোটোদের ছবির বিভিন্ন চরিত্রের নামে। কেউ শুন্ডির রাজা তো কেউ হাল্লার রাজা। কেউ জটায়ু তো কেউ মছলি বাবা। আবার জাদুকর বরফি আর ক্যাপটেন স্পার্কের নামেও ছিল দুটি টিম। কুইজে প্রথম হয় যোধপুর পার্ক বয়েজ, মানে টিম জাদুকর বরফি। দ্বিতীয় হল সোনারপুর বিদ্যাপীঠ, মানে জটায়ু আর তৃতীয় স্থান অধিকার করে গড়িয়া হরিমতি দেবী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, মানে টিম শুন্ডির রাজা। বাকি দুটি স্কুল ছিল বেলঘরিয়া জাতীয় বিদ্যানিকেতন ফর গার্লস (মছলিবাবা) আর নাকতলা হাই স্কুল (ক্যাপটেন স্পার্ক)। পুরো কুইজের প্রশ্নাবলি সাজানো হয়েছিল ছোটোদের সিনেমার দুনিয়া থেকে। প্রতিযোগীদের যেমন ছিল উৎসাহ আর তেমনই তাদের তৎপরতা! এখনকার বাচ্চারাও চোখের পলকে জানিয়ে দিল, তারা জানে, ছোটো অপুর ভূমিকা অভিনয় করেন যে সুবীর বন্দ্যোপাধ্যায়, তাঁর নাম। এখনও তারা এক মুহূর্তে চিনতে পারে উত্তমকুমারের কণ্ঠস্বর। তারা জানে ভারতীয় সিনেমার জনক দাদাসাহেব ফালকের অবদান থেকে 'থ্রি ইডিয়টস' ছবির মূল কাহিনি কার জীবনের ঘটনা থেকে গৃহীত। তাদের এই উৎসাহ আর পড়াশোনা এগিয়ে নিয়ে যাক আজকের প্রজন্মকে। গড়ে তুলুক নতুন বাংলার নতুন নাগরিক। উপস্থিত সকলকে অভিনন্দন জানান শিশু কিশোর আকাদেমির সচিব মন্দাক্রান্তা মহলানবীশ। পুরস্কার তুলে দেন পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা আকাদেমির সচিব লিপিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গ কাজী নজরুল ইসলাম আকাদেমির সচিব শাশ্বতী সাহা এবং পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমির সচিব শান্তনু চক্রবর্তী।

পূজা রায়চৌধুরী

এবারের উৎসব
এবারের প্রদর্শনী

‘গুপ্তধনের ছবি কৌতূহল জাগায়, প্রশ্ন করতে শেখায়, বোঝায় সাহস ও বুদ্ধির গুরুত্ব’

গুপ্তধনের গল্প আর ছোটোদের সিনেমা নিয়ে নিজের ভাবনা লিখে পাঠালেন আমাদের সকলের প্রিয় অভিনেতা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়।

প্রফুল্ল গুপ্তধন খুঁজে পাওয়ার পরেই ‘দেবী চৌধুরাণী’ উপন্যাসে গল্পের মোড় ঘোরে। কিন্তু আমি মনে করি, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘দেবী চৌধুরাণী’ শুধুই একটি গুপ্তধনের গল্প নয়; এটা আসলে আত্মমর্যাদা, প্রতিরোধ আর ন্যায়ের খোঁজের গল্প। একটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে ভবানী পাঠকের চরিত্রকে পর্দায় জীবন্ত করা আমার কাছে এক গভীর অভিজ্ঞতা ছিল। কারণ, ভবানী পাঠক এমন এক মানুষ, যিনি সম্পদকে নিজের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য নয়, ব্যবহার করেন সমাজবদলের হাতিয়ার হিসেবে। ‘দেবী চৌধুরাণী’তে গুপ্তধন আছে, কিন্তু এই দস্যুরানির ইতিহাস তাঁর ধনের জন্য নয়। তিনি তাঁর সম্পদকে কাজে লাগিয়েছেন পরাধীন ভারতের মানুষের জন্য, দরিদ্র-অসহায় মানুষের জন্য। ব্রিটিশ শাসকরা তাঁকে ভারতের রবিন হুড বলতেন।

এই বছরের শুরুতেই কাকাবাবু তো আবার ফিরে এলেন বড়ো পর্দায়। একদম নতুন এক রোমাঞ্চকর অভিযান নিয়ে। ছবির নাম ‘বিজয়নগরের হীরে’। এই নতুন কাকাবাবুর ছবি ছোটোদের জন্য এক দারুণ রোমাঞ্চকর উপহার। কারণ, এই ছবির গল্পে রহস্য, ইতিহাস আর বন্ধুত্ব একসঙ্গে মিলেমিশে গেছে।

‘বিজয়নগরের হীরে’ নামেই বোঝা যায় যে, এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে লুকিয়ে-রাখা কোনও ধনসম্পদের গল্প। সেই গুপ্তধনের খোঁজ করতে গিয়ে কাকাবাবু, সন্তু আর জোজো এমন এক অভিযানে জড়িয়ে পড়ে, যা শুধু উত্তেজনাই নয়, তাদের সবারই বুদ্ধি, সাহস আর উপস্থিতবুদ্ধির পরীক্ষা নেয়।

ভবিষ্যতে গুপ্তধনকেন্দ্রিক কোনও গল্পে আবার কাজ করতে পারলে আমি অবশ্যই আগ্রহী হব। এই ধরনের কাহিনিতে শুধু রোমাঞ্চ নয়, থাকে রহস্য, ইতিহাস আর মানবিক মূল্যবোধের মেলবন্ধন। আমাদের সাহিত্য ও সিনেমায় গুপ্তধনের গল্প ছোটোদের জন্য বিশেষভাবে অনুপ্রেরণাদায়ক হতে পারে বলে আমি মনে করি। কারণ, এসব গল্প কৌতূহল জাগায়, প্রশ্ন করতে শেখায় এবং সাহস ও বুদ্ধির গুরুত্ব বোঝায়। একটি শিশু যখন দ্যাখে, বুদ্ধি আর সততার জোরে অন্ধকার ভেদ করে সত্যের গুপ্তধন পাওয়া যায়, তখন তার ভেতরেও অনুসন্ধিৎসা আর আত্মবিশ্বাস জন্ম নেয়। আর সেটাই তো ভবিষ্যতের সব চেয়ে মূল্যবান সম্পদ।

মজার মুহূর্ত

হাজার হাজার হ্যাডক হাজির

সিনেমা দেখার ফাঁকে বইয়েও চোখ খুদেদের।

দ্বাদশ কলকাতা আন্তর্জাতিক শিশু কিশোর চলচ্চিত্র উৎসব, ২০২৬ উপলক্ষ্যে শিশু কিশোর আকাদেমি, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার দ্বারা প্রকাশিত।
উৎসব অধিকর্তা **অর্পিতা ঘোষ** (সভাপতি)। প্রকাশক **মন্দাক্রান্তা মহলানবীশ**, উৎসব আহ্বায়ক ও সচিব, শিশু কিশোর আকাদেমি।
প্রকাশনা তত্ত্বাবধান **শর্বাণী বন্দ্যোপাধ্যায়**, প্রকাশনা পরিচালক, শিশু কিশোর আকাদেমি। মুদ্রণ শ্রীমা এন্টারপ্রাইজ, ৩৫, বৈদ্যনাথ দত্ত সরণি, হাওড়া ৭১১১১৩।
যুগ্ম সম্পাদক **শুভেন্দু দাশমুন্সী, দীপান্বিতা রায়**।

দ্বাদশ কলকাতা আন্তর্জাতিক শিশু কিশোর চলচ্চিত্র উৎসব, ২০২৬ উপলক্ষ্যে প্রকাশিত দৈনিক বুলেটিন

বায়োস্কোপের বাক্স

শিশু কিশোর আকাদেমি, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

সংখ্যা ৩ | ২৫ জানুয়ারি ২০২৬ রবিবার

উৎসবে ফেলুদার ফিল্মের তোড়া। রহস্য কাহিনির সঙ্গেই ঘোরা।

ফেলুদাগিরি

সম্রাট মুখোপাধ্যায়

ফেলুদা পৌঁছে গেল ষাটে! ১৯৬৫ সালের শীতে ডিসেম্বর সংখ্যায় এসেছিল ফেলুদা প্রথম 'সন্দেশ' পত্রিকার পাতায়! 'ফেলুদার গোয়েন্দাগিরি'। তারপর 'বালাই ষাট' করতে করতে ষাটটা বছর পার!

স্রষ্টার নাম যখন সত্যজিৎ রায়, এমন চরিত্র শুধু বইয়ের পাতায় আটকে থাকার নয়। কলমে লিখেছেন প্রায় তিন ডজন কাহিনি। তার থেকে বড়ো পর্দায় দুটো, ছোটো পর্দায় একটা ছবি বানিয়ে স্রষ্টা চলে গেছেন সাড়ে তিন দশক আগে। ফেলুদার কাহিনি থেমে গেছে। তবে ফেলুদার পর্দায় আসা কিন্তু থামেনি সন্দীপ রায়ের জন্য। বানিয়ে গিয়েছেন একের পর এক ছবি। বড়ো আর ছোটো পর্দায়। রায়-দ্য-জুনিয়র বানিয়েছেন ১৯টি ছবি। তাতে গল্প ধরলে ২০টা।

'ডবল ফেলুদা'য় ছিল দুটো গল্প। এই পুরো গুচ্ছের মধ্য থেকে বেছে মোট ১৫টি ছবির চমৎকার প্যাকেজ দেখানো হচ্ছে এবারের শিশু কিশোর চলচ্চিত্র উৎসবে। তার সঙ্গেই আছে সত্যজিতের বানানো দুটি ছবিও।

সন্দীপ রায়ের টিভি-র জন্য বানানো ছবিগুলোতে অধিকাংশই 'চেম্বার ড্রামা'। মানে ঘরের মধ্যে গল্প। আর বড়ো পর্দার ছবিগুলো 'ট্রাভেলোগ'। বেরিয়ে পড়ার মেজাজ। সেই ধরতাইটা সন্দীপ ধরে নিয়েছিলেন প্রথমেই ২০০৩-এ নিজের বড়ো পর্দার প্রথম ফেলুদা ছবি 'বোম্বাইয়ের বোম্বেটে' থেকেই। পরের ছবি 'কৈলাসে কেলেঙ্কারি'তে সেই কাহিনি পাড়ি জমিয়েছিল ইলোরার গুহায়। আর তারপরে 'টিনটোরেটোর যীশু' গল্পে তো একেবারে বিদেশে পাড়ি। মাঝে একবার হিন্দিতে আর একবার বাংলাতে বানানো 'যত কাণ্ড কাঠমাণ্ডুতে'-ও তো কাঠমান্ডু বিদেশের পটভূমিই। আর লখনউয়ের ঐতিহাসিক পটভূমিতে লেখা 'বাদশাহী আংটি' আর দক্ষিণ ভারতের প্রেক্ষাপটে লেখা 'নয়ন রহস্য'ও দেখা যাবে এবারের ফেলুদা-ছবির গুচ্ছে। মানে রাজস্থান, বেনারস, লখনউ থেকে মুম্বই, চেন্নাই। আর কাঠমান্ডু আর হংকং পুরো একটা আনন্দ-ভ্রমণের স্বাদ এই উৎসবের দিনগুলিতে ফেলুদার সঙ্গে।

সত্যজিতের রীতিকে মান্যতা দিয়েই এসব ছবি কিন্তু গোয়েন্দা সিনেমার চালু ছকের 'হু ডান ইট' বা 'অপরাধী কে' গোছের নয়। বরং গোড়ায় অপরাধীকে চিনিয়ে দিয়ে তার পেছনে তাড়া-করানো ফেলুদা-তোপসে-জটায়ুকে। যাকে বলে 'চেজিং থ্রিলার'।

সত্যজিতের বানানো 'জয় বাবা ফেলুনাথ'ও দেখানো হবে এবার। মানে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, সব্যসাচী চক্রবর্তী, আবির চট্টোপাধ্যায় আর ইন্দ্রনীল সেনগুপ্ত চারজন ফেলু মিত্তিরই পাশাপাশি।

এবারের উৎসবে দেখানো না হলেও, ফেলুদাপ্রেমীরা দেখতে ভোলে না কখনও সাগ্নিক চ্যাটার্জি পরিচালিত তথ্যচিত্র 'ফেলুদা ফিফটি ইয়ারস অব রে'জ ডিটেকটিভ'। ২১, রজনী সেন রোডের সন্ধান থেকে জয়শলমিরের সোনার কেল্লা ফিরে দেখা। চিরতরুণ পাঠকদের মনে চিরযুবক ফেলুদার নানা সুলুকসন্ধান। এ যেন গোয়েন্দার ওপর গোয়েন্দাগিরি।

ফেলুদার ছবি: সন্দীপ রায়ের শুভেচ্ছাবার্তা

পশ্চিমবঙ্গ সরকারই প্রযোজনা করেছিলেন 'সোনার কেল্লা', আর পশ্চিমবঙ্গ সরকারেরই তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের শিশু কিশোর আকাদেমির উদ্যোগে আয়োজিত দ্বাদশ কলকাতা আন্তর্জাতিক শিশু কিশোর চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্‌বোধনে দেখানো হচ্ছে 'সোনার কেল্লা'। সদ্য ফেলুদার গোয়েন্দা-কাহিনি রচনারও পূর্ণ হল ষাট বছর।আশ্চর্য যোগাযোগ!

এই উৎসবে একই সঙ্গে উপস্থিত লেখক ও পরিচালক সত্যজিৎ রায়। স্বয়ং স্রষ্টা, যিনি 'সোনার কেল্লা' লিখেছেন এবং ছবিও করেছেন। কমবয়সিদের কাছে, এমনকি আমাদের কাছেও এর থেকে আনন্দের আর কী হতে পারে!

তার সঙ্গে আমার তৈরি একগুচ্ছ ফেলুদার ছবি একসঙ্গে এখানে উপস্থিত।আজকের ছোটোরা শুধু ছোটো পর্দায় নয়, বড়ো পর্দায় এই ছবিগুলো একসঙ্গে দেখলে, তাদের ফেলুদাকে যেমন নতুন করে পাবে, তেমনই সিনেমা মাধ্যমটিকেও ভালোভাবে চিনতে শিখবে। সেটাও খুবই গুরুত্বপুর্ণ।

উৎসবে মাঠের সাজ

পুরো মাঠ জুড়ে রত্নভাণ্ডার আর জলদস্যুর জাহাজ

শুভদীপ দত্ত

এবারের উৎসবে মাঠের মেজাজ কিন্তু দারুণ মজাদার। পুরো মাঠ এক্কেবারে সেজে উঠেছে রত্নগুহার ভাণ্ডারে। পুরো চত্বরে খুদেরা খুঁজে বেড়াচ্ছে গুপ্তধন! এখানে-ওখানে-সেখানে, মাঠের আনাচকানাচে ছড়িয়ে আছে একের পর এক বড়ো বড়ো ঘড়া।সেই ঘড়ার ভেতর থেকে উপচে পড়ছে কতরকম মোহর আর গয়নাগাটি। যেমন সুন্দর সেগুলি দেখতে, তেমনই সুন্দর সেগুলো একসঙ্গে দেখতে পাওয়ার আনন্দ। ওইসব ঘড়া আর রত্নপেটিকাগুলিও কী চমৎকার দেখতে! রত্নভাণ্ডার মানেই জলদস্যুর কাহিনি। তাই, রবীন্দ্রসদনের গায়ে বিরাট বড়ো এক জলদস্যুর নৌকো। সেদিকে তাকালে তো চক্ষু একেবারে চড়কগাছ! দেখতে পাবে, সেখানে নোঙর ফেলেছে ভাইকিংদের বিশাল এক জাহাজ।মনে হবে, ফ্রান্সিস আর তার দলবল চলেছে অজানার অভিযানে। সোনার ঘণ্টা, রুপোর থাম, মণিমাণিক্যের জাহাজ খুঁজতে হবে তো তাদের!

তার থেকে একটু এগোতে, রবীন্দ্রসদনের পিছনদিকে, এক মজার অক্টোপাস পাহারা দিচ্ছে এক প্রকাণ্ড রত্নভাণ্ডার। সে তার বিরাট বড়ো শুঁড় দিয়ে আগলে রেখেছে গুপ্তধন। কেউ তা ছুঁতে গেলেই সে বুঝি রে-রে করে তেড়ে আসবে! আর নন্দন-১-এ ঢোকার মুখে তো সে এক বি-রা-ট চমক! একেবারে মুখেই রয়েছে বিশ্ববিখ্যাত আলিবাবার রত্নগুহা। সেখানে যেই আওয়াজ হল, 'চিচিং ফাঁক', অমনি খুলে যাচ্ছে সেই গুহার দরজা। তার ভেতরে উৎসাহী কচিকাঁচারা ঢুকে পড়লে সেখানেও দেখতে পাবে ঘড়া ঘড়া রত্নভাণ্ডার! সেসব ছড়িয়ে আছে কতসব পেটিকাতে।

মাঠের চত্বরে শিশির মঞ্চের গায়ে বিরাট বড়ো দেওয়াল জুড়ে দেখতে পাবে, একজন ছোট্ট অভিযাত্রী তার হাতের টর্চ নিয়ে খুঁজে চলেছে লুকানো গুপ্তধন।পাশে টানা বেজে চলেছে আরব বেদুইনদের সুর। থিম যখন গুপ্তধনের সন্ধান, তখন সেই থিমের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে সারা চত্বর জুড়ে শুধু শুধু খোঁজ খোঁজ আর খোঁজ। ওদিকে আবার আরও একটা বাড়তি মজার ব্যাপার আছে। খুঁজে দেখো, এই চত্বরের সঙ্গে লাগোয়া গগনেন্দ্র শিল্পপ্রদর্শশালাতে চলছে 'গুপ্তধনের অভিযানে' নামে এক দারুণ প্রদর্শনী। দু-তলা জুড়ে সেই প্রদর্শনীর মধ্যে আছে সারা পৃথিবীর সিনেমা আর গল্পের ভেতর সত্যিকারের গুপ্তধনের সন্ধান। সেইখানে গেলে আবার দেখতে পাবে আরেকটা বিরাট বড়ো ট্রেজার চেম্বার। মানে পুরো মাঠ জুড়ে শুধু গুপ্তধনের গল্প! সেটি খুঁজে পেলেই কিন্তু কেল্লা ফতে।হাতে আর মাত্র কয়েকদিন সময়, তোমরা খুঁজতে শুরু করলে?

‘সিনেমাটোগ্রাফার হল পরিচালকের চোখ’

সৌমিক হালদার, চিত্রনির্দেশক বা ডিরেক্টর অব ফোটোগ্রাফি

ডিরেকশন অব ফোটোগ্রাফি, চলতি কথায় সিনেমাটোগ্রাফার। সিনেমাটোগ্রাফি মানে হচ্ছে সহজ কথায় সিনেমা ফোটোগ্রাফি। ফোটোগ্রাফি মানে হচ্ছে স্টিল ছবি। ফোটোকে গ্রাফ করা। সিনেমাটোগ্রাফি মানে হচ্ছে সিনেমার ছবিকে গ্রাফ করা। অনেকগুলো চলমান স্টিল ছবিকে যখন একসঙ্গে জোড়া হয়, তখন তাতে একটা গতি তৈরি হয়, সেটাকেই বলা হয় সিনেমাটোগ্রাফি। মানে একজন পরিচালক যে গল্পটা বলছেন, সেটাকে ক্যামেরার ফ্রেমের মধ্যে ধরে রাখা এবং সেই ছবিগুলোর সাহায্যে গল্পটা বলা;এটাই হচ্ছে সিনেমাটোগ্রাফারের কাজ। এই কাজটা যিনি করেন, তাঁকে প্রথমে বলা হত ক্যামেরাম্যান। তারপর যখন দেখা গেল, কাজটা শুধু ছেলেরা নয়, মেয়েরাও কাজ করছেন, তখন বলা হত সিনেমাটোগ্রাফার, আর এখন বলা হয় ডিরেক্টর অব ফোটোগ্রাফি।

পরিচালক যখন একটা গল্প থেকে সিনেমা তৈরি করবেন বলে ঠিক করলেন, তখন একজন সিনেমাটোগ্রাফারের কাজ হল পরিচালকের চোখ হয়ে যাওয়া। মানে পরিচালকের চোখ হয়ে ক্যামেরার লেন্সের ভিতর দিয়ে গল্পটাকে দেখা এবং সেটাকে ফুটিয়ে তোলা। পরিচালক কিন্তু টেকনিক্যাল মানুষ নন। তাঁর মাথায় গল্পটা রয়েছে। সিনেমাটোগ্রাফারই কিন্তু সেই গল্পটার ভিশুয়াল স্টোরিটেলিং করেন। মানে গল্পটা কীরকম দেখতে হবে, পর্দায় সেটা তৈরি করেন। এর জন্য পরিচালকের সঙ্গে সিনেমাটোগ্রাফারের একটা খুব ভালো মেলবন্ধন দরকার হয়। কারণ, গল্পটা পরিচালক কীভাবে বলতে চাইছেন, সেটা সিনেমাটোগ্রাফারকে বুঝতে হয়। পরিচালক অনেকভাবে গল্প বলতে চাইতে পারেন। সেটাকে বুঝে নিয়ে রিক্রিয়েট করার, বাস্তবে ফুটিয়ে তোলার দায়িত্ব সিনেমাটোগ্রাফারের।

পরিচালক যখন প্রথমে স্ক্রিপ্ট পড়েন, তখন থেকেই সিনেমাটোগ্রাফার সঙ্গে থাকেন। তারপর কাজের জন্য একটা টিম তৈরি হয়। সিনেমার জন্য যে সকল জায়গা লাগবে, মানে গল্পটা যেখানে যেখানে যাবে, সেটা ঠিক করে নিতে হয়। এবার সিনেমাটোগ্রাফারের কাজ হল, সেই জায়গাগুলো যাতে ভিশুয়ালি ঠিকঠাক হয়, সেটা দেখা। শুটিং দু-ধরনের হয়। একটা হল লোকেশন শুটিং, অন্যটা স্টুডিয়ো শুটিং। লোকেশন শুটিং-এ যে জায়গায় ঘটনাটা ঘটছে, গল্পের যে চাহিদা, সেখানে গিয়ে শুটিং হয়। সেটা বাড়ি, স্কুল, হাসপাতাল, রাস্তাঘাট সবই হতে পারে। আউটডোর হতে পারে মানে শহরের বাইরেও হতে পারে। সেক্ষেত্রে কিন্তু গ্রাম, পাহাড়, জঙ্গল, নদী সবই থাকতে পারে। এবার এই ঠিকঠাক লোকেশন খুঁজে বার করার যে কাজ, সেটাকে বলে লোকেশন হান্টিং বা রেইকি। যখন এই রেইকিটা হয়, তখনও কিন্তু সিনেমাটোগ্রাফারকে সঙ্গে থাকতেই হয়। রেইকির পরে ছবিরে স্ক্রিপ্টের সঙ্গে মিলিয়ে শিডিউল করা হয়, মানে শুটিংটা কোথায় কীভাবে হবে, সেটা ঠিক করা হয়। এরপর যখন সব আলোচনা হয়ে যায়, তখন আর-একবার লোকেশন ভিজিট করা হয়। সেটাকে বলে ফাইনাল রেইকি। এক্ষেত্রেও সিনেমাটোগ্রাফারকে সঙ্গে থাকতেই হয়। এই পুরো কাজটা সম্পূর্ণ হলে তখন শুটিং শুরু হয় এবং সিনেমাটোগ্রাফার এবার সেই শুটিং-এর কাজটা করেন। আমাদের দেশে দুটো ফিল্ম স্কুল আছে, পুনেতে আর কলকাতায়। পুনেতে ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইন্সটিটিউট অব ইন্ডিয়া আর কলকাতায় সত্যজিৎ রায় ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইন্সটিটিউট। দু-জায়গাতেই সিনেমাটোগ্রাফি পড়ানো হয়। এ ছাড়া ওড়িশা, বেঙ্গালুরুতেও ফিল্ম স্কুল আছে। সেখানেও পড়ানো হয়। কলকাতা এবং পুনের জন্য সর্বভারতীয় একটা পরীক্ষা হয়, তার মাধ্যমে ভরতি হতে হয়। আগে এই কোর্সে পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা দেওয়া হত, কিন্তু এখন এগুলো ডিগ্রি কোর্স হিসাবেই স্বীকৃতি পেয়েছে বা খুব দ্রুতই পেয়ে যাবে। আমার মনে হয়, কেউ যদি সিনেমাটোগ্রাফারের কাজ করতে চায় তাহলে তার এরকম একটা কোনও প্রতিষ্ঠান থেকে কোর্স করে নেওয়াটা খুবই জরুরি।

‘ছবির গল্প সাজায় এডিটর’

মহম্মদ কালাম, চলচ্চিত্রের সম্পাদক বা এডিটর

পরিচালক তাঁর ভাবনাটাকে বা গল্পটাকে শুট করে নিয়ে আসেন। কিন্তু গল্পে যেভাবে এক দৃশ্যের পর দুই দৃশ্য থাকে বা দুইয়ের পর তিন নম্বর দৃশ্য থাকে, শুটিং তো আর সেভাবে হয় না। ফলে তাদের ঠিক ঠিক করে আগুপিছু করে সাজানোটা সিনেমা সম্পাদনার প্রথম কাজ। সিনেমাতে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত যা যা ছবি যে যে ক্রমে দেখা যায়, সেগুলি পুরোটা সাজান চিত্রসম্পাদক। আসলে একটি সিনেমাতে প্রাণদান করেন এডিটর।

এই সাজানো ছাড়াও, সিনেমার শুটিং যখন করা হয়, তখন অনেকরকম বাধা থাকে। পারিপার্শ্বিক চাপ, পরিস্থিতির চাপ;এসবও থাকে। তার ফলে পরিচালক ঠিক যেমনটি চাইছেন, সব সময় সেটা করে ওঠা যায় না। তাই ছবিটা টেবিলে নিয়ে এসে তাঁর ভাবনাটাকে ঠিকঠাক সাজিয়ে একটা সঠিক রূপ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। এই কাজটা করেন একজন এডিটর বা সম্পাদক। স্ক্রিপ্ট যখন পড়া হচ্ছে, তখন থেকেই এডিটরকে পরিচালকের সঙ্গে থাকতে হয়। তারপর শুটিং শুরু হলেও এডিটরকে অনেক সময় শুটিং স্পটে থাকতে হয়। কারণ, অনেক সময় এরকম হয় যে, এমন একটা লোকেশন পাওয়া গেছে, যেটা আর পরে পাওয়া যাবে না। একদিনের জন্য পাওয়া গেছে। পরে আবার নিতে হলে অনেক বেশি টাকা খরচ হয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে অনলাইন এডিট করে নিতে হয়। কারণ, এডিট করার পরে যদি কিছু জরুরি মনে হয় তাহলে যাতে সেটা তখনই শুট করে নেওয়া যায়। এটা হল অনলাইন এডিটিং। জটিল শুটের ক্ষেত্রে এটা আমরা করে থাকি। এবার ধরা যাক, কোথাও ভিএফএক্স কিছু হচ্ছে, তখন সেখানে যে এডিটিংটা করা হয়, তাকে বলে ওয়্যার এডিটিং। তবে এখন তথ্যপ্রযুক্তি অনেক উন্নত হয়েছে। নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করে যেসব শুটিং হয়, সেখানে অনলাইন এডিটিং লাগে। আগে একটা ব্যাপার ছিল, যাকে বলা হত ব্যাক প্রোজেকশন। এখন সেটাই এলইডি প্রোজেকশনে শুট হয়। এক্ষেত্রেও শুট করার সময় অনলাইন এডিটিং করে নিতে হয়। কারণ, এটাও খুব খরচসাপেক্ষ। কোথাও কিছু বাদ পড়ে গেলে সেইটুকুর জন্য আবার পুরোটা প্রথম থেকে করতে হবে। আমাদের যেটা খেয়াল রাখতে হয়, সেটা হল, চরিত্রটা ঠিকঠাক গড়ে উঠছে কি না। মূলত তার ইমোশনাল পয়েন্টের দিকে নজর দিতে হয়। আর গল্পের চলন ঠিক আছে কি না, সেটাও দেখতে হয়, আবার তার সঙ্গে সময়ের দিকেও খেয়াল রাখতে হয়। কারণ, সম্পাদকের কাজ হচ্ছে সঠিক সময়ের মধ্যে গল্পের চলন অক্ষুণ্ণ রেখে সেটাকে বলা।

আমার মনে হয়, যারা ভবিষ্যতে সম্পাদক হতে চায়, তাদের ছোটোবেলা থেকেই স্কুলে নানারকম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়া উচিত। আর যেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, সেটা হল উচ্চমাধ্যমিকে বিজ্ঞান নিয়ে পড়া। বারো ক্লাস পাস করার পর সম্পাদকের কাজ শেখার জন্য পড়াশোনা করতে হবে। আমাদের এখানে রূপকলা কেন্দ্র আর সত্যজিৎ রায় ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইন্সটিটিউট, দুই জায়গাতেই এটা পড়ানো হয়। পুনের ফিল্ম ইন্সটিটিউটেও পড়ানো হয়। তবে বিজ্ঞান নিয়ে না পড়লে এই পড়াশোনাটা শিখতে অসুবিধা হয়। আমি বলছি না, পারবে না, তবে অনেকটাই অসুবিধা হবে। তাই এডিটর হতে চাইলে এগারো-বারো ক্লাসে বিজ্ঞান নিয়ে পড়ে তারপর সম্পাদনা শিখতে ভরতি হওয়াই ভালো।

বিশেষ সাক্ষাৎকার

ছোটোদের ছবি বানানোর খুবই ইচ্ছা আছে

ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, অভিনেত্রী

কলকাতা আন্তর্জাতিক শিশু কিশোর চলচ্চিত্র উৎসবে আমার দুটি ছবি 'দাবাড়ু' আর 'আইকম বাইকম' দেখানো হচ্ছে। এটা আমার কাছে অত্যন্ত আনন্দের সংবাদ। দুটি ছবিতেই অভিনয় করে ভীষণ ভালো লেগেছে। 'দাবাড়ু' যেমন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন দাবাড়ু সূর্যশেখর গঙ্গোপাধ্যায়ের বায়োপিক। এই ধরনের ছবির ধারাতে এই ছবিটি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য একটা নিদর্শন। কারণ, দাবা নিয়ে আমাদের দেশে এর আগে খুব বেশি ছবি হয়নি। সত্যজিৎ রায় হিন্দিতে 'শতরঞ্জ কি খিলাড়ি' তৈরি করেছিলেন। 'দাবাড়ু'তে মায়ের চরিত্রটি আমার আরও আকর্ষণীয় লেগেছে, কারণ উনি নিজেও ছিলেন একজন দাবাড়ু। ছেলের সংগ্রাম এবং সাফল্যের পেছনে মায়ের যে কতখানি অবদান, সেটা এখানে অত্যন্ত সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

অন্যদিকে, 'আইকম বাইকম' একটা খুব মিষ্টি ছবি। এখন তো জীবনটা ভীষণ কৃত্রিম এবং মুঠোফোনে বন্দি হয়ে গিয়েছে। রূপকথার জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে ছোটোরা। এই ছবি সেই রূপকথার জগৎ, রূপকথার পরিদের কথা আর আরও নানা রকমের গল্প তুলে ধরে।

তবে আমরা এখন বাংলায় সে রকম ছোটোদের ছবি দেখতে পাই না। এর একটা বড়ো কারণ, ছোটোদের মতো করে ভাবার মানসিকতা চলে যাচ্ছে। কিন্তু একসময় আমরা খুব ভালো ভালো ছোটোদের ছবি পেয়েছি। সত্যজিৎ রায়, তপন সিংহ ছোটোদের ছবি বানিয়েছেন। আমি যেমন ছোটোবেলায় 'সাউন্ড অব মিউজিক', 'সোনার কেল্লা', 'জয় বাবা ফেলুনাথ', 'বর্ন ফ্রি', 'জস' এই ছবিগুলো দেখেছি।

আমি সত্যিই ভীষণভাবে মনে করি, ছোটোদের জন্য সিনেমা হওয়া উচিত। অ্যানিমেশন ছবি অবশ্যই হচ্ছে, কিন্তু অন্যান্য সিনেমা ঠিকভাবে তো পাওয়া যাচ্ছে না। আমি আগে বানিয়েছি 'দুয়োরানি সুয়োরানি' নামে একটি ছোটোদের সিনেমা। এখন একটা গল্পও ভেবে রেখেছি। সেটা থেকে ছোটোদের একটি নতুন ধরনের ছবি বানানোর ইচ্ছা অবশ্যই আছে।

অনুলিখন দোলা চৌধুরী

শিশু কিশোর চলচ্চিত্র উৎসব ছোটোদের ছবি তৈরির প্রেরণা দেয়

চন্দ্রাশিস রায়, চিত্রপরিচালক

কাকাবাবু সিরিজের নতুন ছবি 'বিজয়নগরের হীরে' সবেই মুক্তি পেয়েছে প্রেক্ষাগৃহে। দেখানো হচ্ছে এবারের উৎসবে। কথা হল পরিচালক চন্দ্রাশিস রায়ের সঙ্গে। কথা বললেন জেবা মুন্সি।

প্রশ্ন কাকাবাবুর নতুন ছবিটি তৈরি করার অনুভূতি কেমন?

উত্তর প্রথমত, আমি কাকাবাবু সিরিজের একটা ফিল্ম তৈরি করতে পেরে খুবই খুশি। বাচ্চারা খুবই খুশি হবে এই ছবিটি দেখার পর, কারণ এখানে আছে নানা রকমের অ্যাডভেঞ্চার আর একের পর এক চমক। এটা আমার প্রথম সিনেমা হলে রিলিজ হওয়া ছবি, তাই এই ছবির প্রযোজকদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা। আর আমি কৃতজ্ঞ আপনাদের কমিটির সদস্যদের কাছেও, এই ছবিটিকে এই ধরনের বড়ো একটি উৎসবের অংশ হিসেবে বেছে নেওয়ার জন্য।

প্রশ্ন এই ছবিটিকে কেন্দ্র করে আপনার কিছু বিশেষ অভিজ্ঞতা যদি আপনি আমাদের সঙ্গে শেয়ার করেন...

উত্তর আমার একটা চমৎকার কথা মনে পড়ে গেল এই আলোচনার মধ্যে, আমি যখন 'বিজয়নগরের হীরে' সিনেমাটা বানালাম, এক অদ্ভুত রোমাঞ্চকর ঘটনা মনে পড়ল ছোটোবেলার। রঞ্জনের যে চরিত্রটি আছে, তাকে আগে আমি অন্যভাবে ভাবতাম। আর সত্যিই হাম্পিতে গিয়ে এক অন্য অনুভূতি কাজ করছিল। গল্পটা চোখের সামনে ভেসে উঠছিল। তাই এই পরিণত বয়সে স্ক্রিপ্টটা আরও বড়ো মাত্রার হয়ে উঠেছিল।

প্রশ্ন কাকাবাবু নিয়ে তো ছবি আগেও হয়েছে। কোনওভাবে কি কাকাবাবুর এই ছবিটা আপনি তার থেকে কিছুটা অন্যভাবে দেখাতে চেয়েছেন?

উত্তর না, আমি অন্যভাবে একদম দেখাতে চাইনি। কিছু জিনিস একটু হয়তো আলাদা হয়েছে আগের সিনেমাগুলোর থেকে, কিন্তু তা-ই বলে, সেটা গল্পের জন্য যতটা, ঠিক ততটাই। এমনিতে গল্পের উপস্থাপনার ধরনে সৃজিতদার (সৃজিত মুখোপাধ্যায়) থেকে আলাদা করবার।

প্রশ্ন এখানে ছোটোদের ছবি সেভাবে বানানো হয় না। তার কারণ কী?

উত্তর আসলে বাণিজ্যিকভাবে যাঁরা ছবি তৈরি করেন, তাঁদের আরও এগিয়ে আসতে হবে এই ধরনের একটি ছবি তৈরির কাজে। আমাদের এখানে সরকারি উদ্যোগে এই যে এত বড়ো একটা উৎসব আয়োজিত হচ্ছে, কত ছোটোরা দেখতে আসছে এই উৎসব। এখানে তো প্রশংসিত হচ্ছে, সেলিব্রেট করা হচ্ছে ছোটোদের ছবি। এই উৎসব থেকে প্রেরণা গ্রহণ করে আরও বেশি ছোটোদের ছবি তৈরি হতে পারে। ফলে আমরা যদি ছোটোদের ছবি বানাতে চাই, তাহলে কিন্তু আমাদের সব বয়সের বাচ্চাদের কথা ভেবে ছবিগুলি বানাতে হবে।

দ্বাদশ কলকাতা আন্তর্জাতিক শিশু কিশোর চলচ্চিত্র উৎসব, ২০২৬ উপলক্ষ্যে শিশু কিশোর আকাদেমি, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার দ্বারা প্রকাশিত। উৎসব অধিকর্তা **অর্পিতা ঘোষ** (সভাপতি)। প্রকাশক **মন্দাক্রান্তা মহলানবীশ**, উৎসব আহ্বায়ক ও সচিব, শিশু কিশোর আকাদেমি। প্রকাশনা তত্ত্বাবধান **শর্বাণী বন্দ্যোপাধ্যায়**, প্রকাশনা পরিচালক, শিশু কিশোর আকাদেমি। মুদ্রণ শ্রীমা এন্টারপ্রাইজ, ৩৫, বৈদ্যনাথ দত্ত সরণি, হাওড়া ৭১১১১৩। যুগ্ম সম্পাদক **শুভেন্দু দাশমুন্সী, দীপান্বিতা রায়**।

দ্বাদশ কলকাতা আন্তর্জাতিক শিশু কিশোর চলচ্চিত্র উৎসব, ২০২৬ উপলক্ষ্যে প্রকাশিত দৈনিক বুলেটিন

বায়োস্কোপের বাক্স

শিশু কিশোর আকাদেমি, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

সংখ্যা ২ | ২৪ জানুয়ারি ২০২৬ শনিবার

সিনেমার উৎসবে আসবার টান। বেড়ে গেল যেই যোগ হল অভিযান।।

উদ্‌বোধনী প্রতিবেদন

এবারের উৎসবের মুখ বাংলার দিকে

দোলা চৌধুরী

এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে উদ্‌বোধন হল দ্বাদশ কলকাতা আন্তর্জাতিক শিশু কিশোর চলচ্চিত্র উৎসবের। গতকাল বিকেল পাঁচটায় নন্দন-১-এর পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে শুরু হল ছোটোদের এই বাৎসরিক উৎসব। এবারের উৎসবের থিম 'গুপ্তধনের অভিযান ও অ্যাডভেঞ্চার'। আগামী সাত দিন শহরের মোট ৮টি প্রেক্ষাগৃহে এবং একতারা মুক্তমঞ্চে ৩২টি দেশের মোট ১৮০টি ছবির স্বাদ গ্রহণ করবে ছোট্ট দর্শক-বন্ধুরা। উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠানের সূচনাতে সংগীত পরিবেশনা করে 'রবিস্পন্দন'-এর চার শিশু-কিশোর শিল্পী। তারা শোনায় 'বাংলায় গান গাই' গানটি। এই সংগীত পরিচালনা করেন বিশিষ্ট সংগীতশিল্পী দূর্বা সিংহ রায়চৌধুরি। সংগীতের রেশ ও আবেগ ছড়িয়ে পড়ে সমস্ত প্রেক্ষাগৃহে দর্শকের মধ্যেও। ফেস্টিভ্যালের রীতিমাফিক প্রতিবারই প্রদীপ জ্বালিয়ে উৎসবের সূচনা করে কোনও ছবির কোনও শিশু-কিশোর অভিনেতা। এবার সন্দীপ রায় পরিচালিত 'নয়ন রহস্য' ছবির খুদে শিল্পী অভিনব বড়ুয়া প্রদীপ জ্বালিয়ে উৎসবের সূচনা করে। স্বাগতভাষণ দেন স্পেশাল কমিশনার ও ডিরেক্টর অব কালচার শ্রীকৌশিক বসাক। তিনি তাঁর স্বাগতভাষণে সকল শিশুকে একসঙ্গে নিয়ে, তাদের সমাজের সঙ্গে যুক্ত করে ছবির জগৎকে এগিয়ে নেওয়ার কথা বলেন। এই বিভিন্ন ছবি তাদের শুধু পৃথিবী সম্পর্কে সচেতন ও সমৃদ্ধ করে না, তাদের গড়ে তোলে আদর্শ নাগরিক হিসেবে।

এখানে প্রকাশিত হয় উৎসবের তথ্যসমৃদ্ধ স্মারকগ্রন্থ বা ব্রোশিয়োর এবং বুলেটিন 'বায়োস্কোপের বাক্স'। এর আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন দুই বিশিষ্ট চিত্রপরিচালক সন্দীপ রায় ও গৌতম ঘোষ। এই মঞ্চ থেকেই মাননীয়া মন্ত্রী শ্রীমতী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য এবং মাননীয় মন্ত্রী শ্রীইন্দ্রনীল সেন উৎসবের বিশেষ প্রদর্শনীর উদ্‌বোধন করেন। মাননীয়া মন্ত্রী শ্রীমতী ভট্টাচার্য প্রকাশ করেন তাঁর উচ্ছ্বাস এবং মনে করিয়ে দেন, এক যুগ অতিক্রম করল এই উৎসব ছোটোদের সঙ্গে নিয়ে, সেটা একটা বিরাট ঘটনা। মাননীয় মন্ত্রী শ্রীসেন সকলকে এই প্রাঙ্গণে আহ্বান জানান এবং আজকের ছোটোদের আগামীর বিশ্বনাগরিক করে তোলার ব্যাপারে এই মহতী উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেন। দুজনেই এই ধরনের একটি উদ্যোগে যে কীভাবে আমাদের রাজ্যের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী একেবারে সক্রিয়ভাবে এই বারো বছর ধরে উৎসাহ দিয়ে এসেছেন, সে কথা মনে করান। তাঁদের সঙ্গে শিশু কিশোর আকাদেমির সভাপতি শ্রীমতী অর্পিতা ঘোষও মনে করিয়ে দেন, মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী ২০১১ সালে তাঁর দায়িত্বে আসার পরেই প্রথম এই ধরনের একটি বিরাট উৎসব আয়োজন করার কথা ভাবেন।

এই অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন রিপাবলিক অব কিউবার রাষ্ট্রদূত সম্মাননীয় হুয়ান কার্লোস মার্সান আগিলেরা। বিশিষ্ট চিত্রপরিচালক সন্দীপ রায় তাঁর ভাষণে বলেন, সকলে একসঙ্গে বড়ো পর্দায় ছবি দেখার মজাই আলাদা, সেই আনন্দে মেতে উঠুক আগামী প্রজন্ম। তার সঙ্গে ফেলুদার কাহিনি প্রকাশের ৬০ বছরের কথা মনে পড়িয়ে দিয়ে তিনি ফেলুদা-কাহিনির বিপুল জনপ্রিয়তার রহস্য কোথায়, তা বুঝিয়ে দেন। আরেক বিশিষ্ট চিত্রপরিচালক গৌতম ঘোষ উৎসবের সার্বিক শুভকামনা করে বলেন, গোটা দেশেই এই ধরনের একটি শিশু কিশোর চলচ্চিত্র উৎসব একেবারেই অভিনব এবং বিরল। মনে করিয়ে দেন, কেবলমাত্র মোবাইল ফোনে সীমাবদ্ধ না থেকে আমাদের যুক্ত হতে হবে বৃহত্তর পরিবেশের সঙ্গে।

আকাদেমির সভাপতি অর্পিতা ঘোষ উৎসবের মূলসুরটি ধরিয়ে দিলেন। বলেন, বাংলার সংস্কৃতিই আসলে বাংলার সব চেয়ে বড়ো সম্পদ। তাই এবারের উৎসবে ছবি বাছবার ক্ষেত্রেও প্রাধান্য পেয়েছে বাংলার বিভিন্ন ধরনের, বিভিন্ন স্বাদের ছবি। এই বাংলার নাগরিকরূপে যদি আজকের ভবিষ্যতে শিশু-কিশোররা গর্ব বোধ করতে পারে, তাহলেই তা এই উৎসবের সব চেয়ে বড়ো সাফল্য। আগামী সাত দিন সাত রঙের নানা স্বাদের সিনেমা, কুইজে রঙিন হয়ে উঠবে ছোটোদের এই বড়ো আনন্দের সিনে-মেলা।

উদ্‌বোধনের অতিথিরা

বাংলার ঐতিহ্যের বিশ্বজনীনতা ফুটিয়ে তোলবার প্রয়াস

বড়োদের সব চেয়ে বড়ো দায়িত্ব ভবিষ্যতের ছোটোদের তৈরি করা

গৌতম ঘোষ, বিশিষ্ট চিত্রপরিচালক

আমার মনে হয়, শিশু চলচ্চিত্র উৎসবের সংখ্যা ক্রমশ কমে আসছে। অনেক কারণে সেই পরিবর্তন ঘটছে। যেমন, অনেক শিশু এবং কিশোরের চিন্তাভাবনা বদলে যাচ্ছে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে। প্রযুক্তিকে সঙ্গে নিয়ে তার সঙ্গে ভাবনা ও চিন্তার একটা ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা আমাদের করতেই হবে। ছোটোরা প্রকৃতি থেকে যাতে দূরে না চলে যায়, সেই দায়িত্বটি নিতে হবে আমাদের বড়োদেরই।

এই বিশেষ বিষয়টি নিয়ে সিনেমা তৈরি করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের এই বিষয় নিয়ে ছবির সংখ্যা আগের চেয়ে কমে গেছে অনেকটাই। শিশু-কিশোরদের উপযোগী সাহিত্যের সম্ভারও কমে এসেছে বিগত বছরে। শিশু কিশোর আকাদেমি এই বিষয়ে খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজকর্ম অবশ্য করে চলেছে ধারাবাহিকভাবে। এবার উৎসবের মূল থিম ট্রেজার হান্ট। এই গুপ্তধন খুঁজে পাওয়ার মধ্যেই একটা রহস্য লুকিয়ে আছে। সেটা ছোটোদের ভালো লাগবে বলেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

গুপ্তধনের ভাবনাটাই দারুণ!

সন্দীপ রায়, বিশিষ্ট চিত্রপরিচালক

দেখতে দেখতে শিশু কিশোর চলচ্চিত্র উৎসব বারো বছরে পা দিল। ভীষণ ভালো লাগছে। আর এই চলচ্চিত্র উৎসবটি এত জমজমাটভাবে হয় এবং এর রেসপন্সও খুব ভালো। আসলে ছোটোদের ছবি খুব বেশি তৈরি হয় না। সেখানে অনেক সিনেমার মধ্যে থেকে ছোটোদের সিনেমা বাছাই করা, এবং সেগুলো দেখানো হচ্ছে, এটা খুবই ভালো বিষয়। এ বছর ফেলুদা প্রকাশের ৬০ বছর। তবে থিম হিসেবে গুপ্তধনের অভিযান এটা একটা দারুণ ভাবনা। এই বিষয়কে ভিত্তি করে অনেকগুলো ছবিও এবারের উৎসবে দেখানো হচ্ছে। আর যেহেতু 'সোনার কেল্লা'ও একটি গুপ্তধন সংক্রান্ত ব্যাপার তাই সব মিলিয়ে বেশ সুন্দর হয়েছে। এ ছাড়াও শুনলাম, ফেলুদা প্রকাশের এবার ৬০ বছর বলে ফেলুদা ৬০ নামে একটি ক্যাটাগরিও আছে।

এই উৎসবে বাবার দুটি ছবি দেখানো হচ্ছে, আমারও বেশ কিছু ছবি দেখানো হচ্ছে। ছোটো পর্দার জন্য তৈরি এই ছবিগুলো অনেকেই দেখেছেন, কিন্তু আজকের প্রজন্ম এগুলো আবার দেখবে বড়ো পর্দায়। সেটা খুব আনন্দের। সন্তোষ দত্তর শতবর্ষও সেলিব্রেশন হচ্ছে। আর-একটি খুব ভালো ব্যাপার হল বাংলা ভাষাকে গুরুত্ব দেওয়া। বেশ কিছু বাংলা সিনেমাও দেখানো হচ্ছে। তবে ছোটোদের জন্য ছবি তো খুব বেশি হয় না, বেশ কিছু পরিচালক এখন আগ্রহ প্রকাশ করছে ও ছোটোদের জন্য সিনেমা বানাচ্ছে। এটা খুব ভালো দিক।

উদ্‌বোধন করতে পারাটা আমার কাছে বড়ো প্রাপ্তি

অভিনব বড়ুয়া
শিশু অভিনেতা, উদ্‌বোধক, চলচ্চিত্র উৎসব

এই চলচ্চিত্র উৎসবে আমি এসে খুবই খুশি হয়েছি। এই উৎসবের উদ্‌বোধন করতে পারাটা আমার কাছে খুব আনন্দের আর এইটা আমার একটা বিরাট বড়ো প্রাপ্তি। এখানে আমার তো প্রচুর সিনেমা দেখার ইচ্ছা। আমাদের 'নয়ন রহস্য' ছবিতে নয়নের চরিত্রে অভিনয় করতে পেরে আমি খুবই খুশি হয়েছি। আমি আগেও ফেলুদার বেশ কিছু সিনেমা দেখেছি। 'নয়ন রহস্য'র সেটে সবাই আমার খুব যত্ন নিতেন। বাবুজেঠু আর জেঠিমা আমায় খুবই গাইড করেছেন।

কিউবা এবং ভারত দুটি দেশ হলেও শিশুদের মধ্যে একই রকম মূল্যবোধ

হুয়ান কার্লোস মার্সান আগিলেরা,
রাষ্ট্রদূত, রিপাবলিক অব কিউবা
মাইকি দিয়াজ, ফার্স্ট সেক্রেটারি

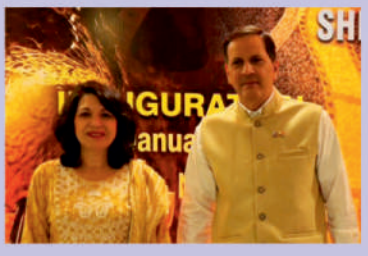

আমি এখানে আসতে পেরে খুবই আনন্দিত। কিউবাকে চলচ্চিত্র জমা দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল এবং আমি আনন্দিত যে KICFF ২৪ জানুয়ারি দুপুর ১২টায় ছবিটি প্রদর্শন করছে। এটি একটি অত্যন্ত অদ্ভুত চলচ্চিত্র, যা ছোটো ছোটো শিল্পীর দ্বারা অভিনীত এবং এই চলচ্চিত্রটি 'দ্য বিট্‌লস' নামক একটি ব্যান্ডের দৃষ্টিকোণ থেকে সিন্ডেরেলাকে চিত্রিত করেছে। সকলকে এই চলচ্চিত্রটি দেখার এবং কলকাতায় কিউবার কিছুটা অংশ নিয়ে আসার আনন্দে অংশ নেওয়ার জন্য আমার আন্তরিক আমন্ত্রণ জানানো রইল।

কিউবা এবং ভারত দুটি ভিন্ন দেশ ঠিকই, কিন্তু এদের শিক্ষার ব্যবস্থা প্রায় একই ধরনের এবং শিশুদের মধ্যে একই রকম মূল্যবোধ তৈরি করে। এখানে কাজ-করা দলটির নাম 'লা কোলমেনিতা' এবং তারা কাজের প্রতি তাদের প্রচেষ্টা এবং আবেগের জন্য ইউনিসেফ দ্বারা স্বীকৃত। আমার মতে, চলচ্চিত্র শিশুদের ভালোবাসা, করুণা, ধৈর্য, সহনশীলতা এবং আরও অনেক কিছু শেখানোর জন্য একটি অত্যন্ত শক্তিশালী মাধ্যম। এই চলচ্চিত্র উৎসব এবং আসন্ন উৎসবগুলির আগমনের সঙ্গে আমি কিউবা এবং কলকাতার মধ্যে একটি শক্তিশালী আন্তঃসাংস্কৃতিক সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি।

‘আমি ছবির আধার গড়ি’

তন্ময় চক্রবর্তী, শিল্পনির্দেশক

আমি হচ্ছি প্রোডাকশন ডিজাইনার বা আর্ট ডিজাইনার। খুব সহজ কথায় বলি, আমরা সিনেমা দেখতে গেলে যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা দেখি, মানে যার সামনে অভিনেতারা অভিনয় করে যান, সেই আধারটা তৈরি করাই আমার কাজ। এটা দু-রকম হতে পারে—ইনডোর আর আউটডোর। ইনডোর মানে শুটিংটা যখন ঘরের ভিতরে হয়, তখন আমাদের কাজটা অনেক বেশি। ব্যাপারটা কীরকম বলো তো... ধরো, আমরা একটা বাড়ি বা ঘর পেলাম, সেখানে নায়ক বা নায়িকা থাকে। এবার চরিত্রটার সঙ্গে মানানসই তো ঘরটাকেও হতে হবে। ঘরটা দেখলে বোঝা যাবে, সেখানে এরকম একটা মানুষ থাকতে পারে। চিত্রনাট্যে যে গল্পটা বলছে, সেই অনুযায়ী হবে ঘরটাও। এবার সেরকমভাবে ঘরটাকে তৈরি করাটাই হল আমাদের, মানে আর্ট ডিরেক্টরদের কাজ। ঘরটাকে এমনভাবে তৈরি করতে হবে, যাতে ঘরটারও একটা নির্দিষ্ট চরিত্র থাকে। যদি কোনও সংলাপ না থাকে, কোনও অভিনেতাও না থাকে, তবু শুধু ক্যামেরা প্যান করলেই যাতে দর্শকরা বুঝে নিতে পারেন যে এটা একটি নির্দিষ্ট চরিত্রের ঘর, সেই কাজটাই আমাদের করতে হয়। এবার এই কাজটা করি কীভাবে? প্রথমেই পরিচালক তাঁর চিত্রনাট্যটি আমাদের দেন। সেখানে অনেক লোকেশন থাকে। আমরা সেই লোকেশনগুলো বুঝে ভাগ করে নিই। তার মধ্যে ইনডোর, মানে চরিত্রদের বাড়ি, অফিস এসব থাকে। আবার কিছু আউটডোরও থাকে। সেখানে রাস্তাঘাট, পাহাড়, নদী সবই থাকতে পারে।

এবার নদী, পাহাড়, জঙ্গল এসব আমাদের বানাতে হয় না। কিন্তু ধরো, নদীর ধারে একটা জেলের বাড়ি আছে কিংবা জঙ্গলে একটা কুঁড়েঘর আছে, এরকমটা যদি গল্পে থাকে, তাহলে সেরকমটা তখন বানাতে হয়। এখানে অনেকরকম মজার ব্যাপারও হয়। ধরো, দার্জিলিঙে শুটিং হবে। গল্পে আছে, বাড়ির জানলা দিয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যায়। এবার বাড়ি পছন্দ হল, কিন্তু সেখান দিয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যায় না। তখন আমাদের খানিকটা প্রযুক্তির সাহায্য নিতে হয়। সেখানে ক্রোমা করা হয়, গ্রিন বা ব্লু ক্রোমা। ক্রোমার সাহায্যে কাঞ্চনজঙ্ঘার ছবিটা ওই জানলার সামনে ফুটিয়ে তোলা হয়। আবার এরকমও হয়, যেখান থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যাচ্ছে, সেখানে সামনে একটা শুধু দেওয়াল তুলে দেওয়া হল। দেওয়ালে জানলা, জানলা দিয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘা। পুরো বাড়িটা আর দরকার হল না। আবার অনেক সময় হয়তো আউটডোরটা এক জায়গায় করে আনা হল। তারপর গল্পের বাকি অংশটা স্টুডিয়ো শুট করার ব্যবস্থা করা হল। এক্ষেত্রে আউটডোর ছবিতে যা যা দেখানো হয়েছে, সেইসব যাতে ঠিকঠাক থাকে, সেটাও খেয়াল রাখতে হয়, না হলে কন্টিনিউয়িটি ব্রেক হয়ে যাবে, সেটা একেবারেই ভুল কাজ। এই কারণেই আর্ট ডিরেক্টরের কাজ করতে হলে পাওয়ার অব ভিশন জোরালো থাকতে হয়। সব কিছু খুঁটিয়ে দেখার অভ্যাস তৈরি করতে হয়। আমি নিজে সরকারি আর্ট কলেজ থেকে পাস করে এই কাজ করছি। কিন্তু এখন আমার কাছে যারা কাজ করে, তাদের অনেকেই ফিল্ম নিয়ে পড়াশোনা করেছে, মাস কমিউনিকেশন করেছে বা অন্য কোনও কোর্স করেছে।

‘বাস্তবে যা নেই তাকে ফুটিয়ে তোলাই কাজ’

রজত দলুই, ভিএফএক্স আর্টিস্ট

আমরা যে কাজটা করি, তাকে সিনেমার জগতের ভাষায় বলে অ্যানিমেশন অ্যান্ড ভিএফএক্স স্টুডিয়ো। ভিএফএক্স মানে ভিশুয়াল এফেক্টস। আমরা সাধারণত দু-ধরনের কাজ করি। একটা হচ্ছে অ্যানিমেশন স্টুডিয়ো হিসাবে, আর-একটা হচ্ছে ভিএফএক্স স্টুডিয়ো হিসাবে। এখন যে-কোনও ছবি, মানে ছবির বিষয় তৈরি করতে হলে আমাদের গ্রাফিক্সের সাহায্য লাগে। এর মধ্যে কিছু থাকে পুরোপুরি অ্যানিমেশন। মানে সেখানে কোনও লাইভ অ্যাকশন অর্থাৎ বাস্তবে তোলা ছবির ফুটেজ ব্যবহার করা হয় না। যে-কোনও অ্যানিমেটেড সিরিয়াল, কার্টুন এগুলো সবই এই ধরনের কাজ। আর-একটা হচ্ছে ভিএফএক্স-এর সাহায্যে একটা দৃশ্য বা গল্পকে ফুটিয়ে তোলা। ধরো, একটা রূপকথার গল্প হচ্ছে। তাতে কিন্তু অভিনেতা-অভিনেত্রীরা অভিনয় করছে। কিন্তু গল্পে তাদের জগৎটা দেখানো হচ্ছে, সেটা তো বাস্তব নয়। এবার এখানে একটা প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়, যাকে বলে ক্রোমা। ক্রোমা দু-রকম হয়—ব্লু আর গ্রিন ক্রোমা। ক্রোমার সামনে শুটিংটা হয়। সেখানে পুরো জগৎটা, তার গাছপালা, প্রাণী সব কিছু আমরা কম্পিউটারে তৈরি করি। মানে ভিএফএক্স-এর সাহায্যে স্বাভাবিকভাবে বাস্তবে যেটা সম্ভব নয়, সেটাকে সম্ভব করে তোলা যায়। এটাকে বলা হয় কম্পিউটার জেনারেটেড ইমেজারি। সিনেমার ক্ষেত্রে এটা খুবই কাজে লাগে। যেমন ধরো, এখন তো আর জ্যান্ত জন্তুজানোয়ার নিয়ে শুটিং করা যায় না। নিষিদ্ধ হয়ে গেছে। তাই এখন তোমরা পর্দায় যে বাঘ, হাতি এসব দ্যাখো, এগুলো সবই কম্পিউটার জেনারেটেড। যেমন মিতিনমাসির গল্পে যে অতগুলো হাতি দেখা গেছে, সেগুলো একটাও আসল হাতি নয় কিন্তু। এই কাজটা আগে থ্রি-ডি সফটওয়্যারে হত। তবে গত একবছরে এআই আসার পর, আমরা এআই-এর সাহায্যে করি। তার ফলে কাজের মান উন্নত হয়েছে অথচ সময়ও অনেক কম লাগছে। বিশেষ করে টেলিভিশনের ক্ষেত্রে এটা খুবই কাজের হয়েছে। আসলে এআই-তে যে-কোনও জন্তুজানোয়ার তৈরি করা খুব সহজ। তার মানে যেটাকে স্বাভাবিকভাবে করা যায় না, করা সম্ভব নয়, সেটাকে রূপ দেওয়াটাই হল ভিএফএক্স-এর কাজ। ভিএফএক্স এখন সারা বিশ্বেই একটা খুব ভালো পেশা। এটাতে কেউ আসতে চাইলে তাকে প্রথমে বারো ক্লাস পাস করতে হবে। তারপর কোনও একটা নির্দিষ্ট জায়গায় ভিএফএক্স ট্রেনিং নিতে হবে। আমাদেরও একটা ভিএফএক্স ট্রেনিং-এর শাখা আছে। এরকম আরও অনেক ইন্সটিটিউট রয়েছে। তবে অ্যানিমেশন ক্রিয়েশনস আর ভিএফএক্স ক্রিয়েশনস দুটো কিন্তু আলাদা। যে যেটা পছন্দ করবে, সেটাতে ট্রেনিং নিতে পারে। অ্যানিমেশনেরও আবার টু-ডি আর থ্রি-ডি এই দুটো ভাগ আছে। এবার ট্রেনিং নেওয়ার পর কোনও একটা স্টুডিয়োতে যোগ দিয়ে হাতেকলমে কাজ শিখতে শুরু করলেই তার অভিজ্ঞতা বাড়বে। হাতেকলমে কাজ না করলে কিন্তু এটা শেখা সম্ভব নয়।

এবারের উৎসব এবারের প্রদর্শনী

‘প্রদর্শনীতে গুপ্তধনের সন্ধান তো আসলে বুদ্ধির অভিযান!!’

সিনেমা দেখার পাশাপাশি এবারের দারুণ প্রদর্শনী গুপ্তধনের অভিযানে। সেই প্রদর্শনী দেখতেও যেন ভুলো না তোমরা। এই প্রদর্শনীর মূল কারিগরই তোমাদের সকলের প্রিয় সোনাদা বা সুবর্ণ সেন চরিত্রের স্রষ্টা। এবারের এই প্রদর্শনীর বিষয়ভাবনা, লিখন আর উপস্থাপনার অভিনব পরিকল্পনাটি করেছেন আকাদেমির মাননীয় সদস্য, অধ্যাপক শুভেন্দু দাশমুন্সী। তাঁর সঙ্গে কথা বললেন দোলা চৌধুরী।

দোলা এরকম একটা প্রদর্শনীর ভাবনা কীভাবে এল?

শুভেন্দু ভাবনাটি প্রথম মনে এসেছিল ২০১৫-১৬ সালে। তখন সিনেমার জন্য সোনাদা চরিত্রটি তৈরি করছি। ঠিক করেছি, শুধু বাংলার ইতিহাসের ভিতর যে বিরাট রহস্য আছে, তার খোঁজ দেব আজকের ছোটোদের জন্য, তাদের পরিচিত করব গুপ্তধনের গল্প বলার অছিলায় আসলে বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসের সঙ্গে। সেই ভাবনার সময় থেকেই এই প্রদর্শনী-ভাবনার কথা মনে এসেছিল।

দোলা কীরকম ছিল সেই ভাবনা?

শুভেন্দু ভাবনার দুটো দিক ছিল। এক, কেন আর দুই, কীভাবে এই ট্রেজার হান্ট ব্যাপারটা সারা পৃথিবীতে এত জনপ্রিয় ছোটো-বড়ো সব পড়ুয়ার কাছে। সেটা যত বুঝতে চাইছিলাম, ততই মনে হচ্ছিল এই বিষয়টা নিজেই তো এক মজার সন্ধান। সেটাই ছবি, তথ্য আর নিদর্শন দিয়ে বোঝার জন্য এই প্রদর্শনীর কথা মনে হচ্ছিল। ফলে এবার যখন ফেস্টিভ্যালের আগে আকাদেমির সভাপতি অর্পিতাদি এই কথাগুলো শুনে বললেন এই দায়িত্ব নিতে, তখন আর হ্যাঁ বলতে এক মুহূর্ত সময় লাগেনি।

দোলা এই ভাবনাকে প্রদর্শশালাতে রূপায়িত করলেন কীভাবে?

শুভেন্দু লক্ষ করে দ্যাখো, এখানে তিনটি পর্যায় আছে। প্রথমে সত্যিকারের যারা গুপ্তধনের সন্ধান করতেন বা এখনও করেন, তাদের সম্পর্কে দু-চার কথা বলে, একদিকে পশ্চিমি সাহিত্য আর সিনেমাতে কীভাবে গুপ্তধনের গল্প এসেছে, তার একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয়। তারপরে দোতলায় গেলে দেখবে, আমাদের বাংলার গল্পে আর সাহিত্যে যেসব গুপ্তধনের গল্প আছে, তার সংক্ষিপ্ত সচিত্র ইতিহাস। সত্যি বলতে কী, আরও যদি বড়ো হতে পারত এই প্রদর্শনী, তবে আরও অনেকের কথাও আসতে পারত এখানে। এটা একটা ভাবনার সূচনা বলতে পারো। আর ছোটোরা দেখবে যখন, তখন একটা ট্রেজার চেম্বার না থাকলে চলে, তাই দোতলায় একটি গুপ্তধনের ভাণ্ডার বানানো হয়েছে, যেটা সকলের খুব ভালো লাগছে দেখে। আর রাখা আছে গুপ্তধনের সন্ধান করতে গেলে যেসব জনপ্রিয় উপকরণ থাকে, তার কিছু নমুনা। দূরবিন, মানচিত্র, আতশকাচ, পুরোনো বই, ডায়েরি এইসব।

দোলা এই ধরনের প্রদর্শনী কতটা প্রাসঙ্গিক?

শুভেন্দু এই ধরনের প্রদর্শনী আসলে ছোটোদের মজা করে যে-কোনও বিষয়ে পড়ার ব্যাপারটাতে তাদের উৎসাহিত করে। যে গল্প তাদের পড়তে এত ভালো লাগে, সেই গল্প বা সিনেমাও যে আসলে একটা পরম্পরার মধ্যে গড়ে ওঠে, সেই বিষয়টি জানতে পেরে তারা বোঝে, সব কিছুর পিছনেই তার একটা ইতিহাস আছে। সেটা তাদের ভবিষ্যতে অন্য যে-কোনও আগ্রহের দিকটিকে উন্মোচিত করে। সোনাদাকে দিয়ে ওইজন্যেই বলানো হয়েছিল, সব কিছুতেই গল্প থাকে, খাওয়ার গল্প হয়, পরারও গল্প হয়। শুধু পড়তে পারলেই হল।

দোলা ছোটোদের কাছে এই ধরনের প্রদর্শনী কী বার্তা নিয়ে যাবে?

শুভেন্দু আসলে এটা তাদের ভাবতে শেখাবে। তারা ভাবা প্র্যাকটিস করবে। পড়াশোনার সঙ্গে আনন্দের যে-কোনও বিরোধ নেই, সেটা বুঝতে পারলেই পড়াশোনা আর চিন্তাভাবনার জগতের আসল চাবিকাঠি তাদের হাতে চলে আসবে। মন দিয়ে পড়াশোনার চেয়ে বড়ো গুপ্তধনের সংকেত আর কোথায় আছে? সেটিই তো আসলে মানবজীবনের সব চেয়ে বড়ো গুপ্তধনের সন্ধান দেয়। তা হল, আসলে আমাদের জীবনে যে জ্ঞান-বিজ্ঞান হারিয়ে আছে, সেই অপার শক্তির সঙ্গে আমাদের আরেকবার চিনিয়ে দেয়। সেটাই আসল গুপ্তধন ফিরে পাওয়ার গল্প। তাই, এই প্রদর্শনীতে গুপ্তধনের সন্ধান তো আসলে সত্যিকারের অভিযান আর বুদ্ধির অভিযান!!

উৎসবের নানা ছবি

উৎসব উদ্‌বোধনের দিন রকমারি মুখোশ পরে কচিকাঁচাদের ভিড়

উৎসব উদ্‌বোধনে শিশুশিল্পীদের বাংলা গানের অনুষ্ঠান

দ্বাদশ কলকাতা আন্তর্জাতিক শিশু কিশোর চলচ্চিত্র উৎসব, ২০২৬ উপলক্ষ্যে শিশু কিশোর আকাদেমি, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার দ্বারা প্রকাশিত।
উৎসব অধিকর্তা **অর্পিতা ঘোষ** (সভাপতি)। প্রকাশক **মন্দাক্রান্তা মহলানবীশ**, উৎসব আহ্বায়ক ও সচিব, শিশু কিশোর আকাদেমি।
প্রকাশনা তত্ত্বাবধান **শর্বাণী বন্দ্যোপাধ্যায়**, প্রকাশনা পরিচালক, শিশু কিশোর আকাদেমি। মুদ্রণ শ্রীমা এন্টারপ্রাইজ, ৩৫, বৈদ্যনাথ দত্ত সরণি, হাওড়া ৭১১১১৩।
যুগ্ম সম্পাদক **শুভেন্দু দাশমুন্সী, দীপান্বিতা রায়**।

দ্বাদশ কলকাতা আন্তর্জাতিক শিশু কিশোর চলচ্চিত্র উৎসব, ২০২৬ উপলক্ষ্যে প্রকাশিত দৈনিক বুলেটিন

বায়স্কোপের বাক্স

শিশু কিশোর আকাদেমি, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

সংখ্যা ১ | ২৩ জানুয়ারি ২০২৬ শুক্রবার

দেখতে দেখতে হল বচ্ছর বারো। সব মিলে উৎসব মজাদার আরও।।

উদ্‌বোধনী ছবি ‘সোনার কেল্লা’

‘এমন সাফল্য বাবা ভাবেননি’

সন্দীপ রায়

‘সোনার কেল্লা’ আসলে একটা খুব অভিনব ছবি সবদিক থেকেই। ছোটো-বড়ো সবাই ছবিটা যেন একেবারে লুফে নিয়েছিল। বাবা কিন্তু এতটা সাফল্য আশা করেননি। ছবিটা ভালো চলবে এটা নিশ্চয় ভেবেছিলেন, কিন্তু এরকম বিশাল জনপ্রিয়তা পাবে, সেটা ভাবতেই পারেননি। মজার ব্যাপার হচ্ছে, সেই জনপ্রিয়তা কিন্তু এখনও এতটুকু ফিকে হয়নি। লোকে এখন ‘সোনার কেল্লা’ দেখতে বসলে আগে থেকে ডায়ালগ বলতে শুরু করে। জটায়ুর আবির্ভাব হলে সারা প্রেক্ষাগৃহ হাততালিতে ফেটে পড়ে। এটা আসলে একটা কাল্ট ফিল্ম হয়ে গেছে। এটা কিন্তু খুব সহজ কথা নয় মোটেই। আমার তো মনে হয়, এরকম ছবি আগে হয়নি আর ভবিষ্যতেও হবে কি না সন্দেহ।

বাবা অবশ্য গল্প থেকে ছবি করার সময় অনেক বদল করেছিলেন। নতুন অনেক কিছু গল্পে যোগ করেছিলেন। আমরা যেটাকে বলি ফাইন টিউনিং, ঠিক সেটাই করেছিলেন। এর জন্যই সম্ভবত কতগুলো অদ্ভুত ব্যাপার হয়েছিল। ছোটোরা তোপসের সঙ্গে আইডেন্টিফাই করতে পেরেছিল। বড়োরা অনেকেই ফেলুদার মধ্যে নিজেদের পরিচিত মুখ খুঁজে পেয়েছিল। দুই ভিলেনও খুব ইন্টারেস্টিং। তারা কিন্তু বেশ ভয়ংকর। ড. হাজরাকে উঁচু কেল্লা থেকে তারা ঠেলে ফেলে দিচ্ছে, কিন্তু তারপরেও তাদের হাঁটা-চলা, কথাবার্তা, শরীরী ভঙ্গিমা সবেতেই এমন একটা মজাদার ব্যাপার থাকছে যেটা দর্শকদের ভালো লাগছে। তা ছাড়া জটায়ু তো আছেই। জটায়ুর আবির্ভাব ছবিটাকে একটা অন্য মাত্রা দিয়েছে। তা ছাড়া ফেলুদা চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলির ভিতর একজন সাহসী, সৎ, অসম্ভব দৃঢ়চেতা, বুদ্ধিমান আর সহৃদয় মানুষ, ঠিক এরকম গোয়েন্দা তো সহজে দেখা যায় না। সব মিলিয়েই ছবিটা এই পর্যায়ে পৌঁছে গেছে বলা যায়।

‘মায়ের ভয়ে তোপসে করতেই চাইছিলাম না’

সিদ্ধার্থ চট্টোপাধ্যায়

ফেলুদা-ছবির প্রথম তোপসে শোনালেন তাঁর তোপসে হওয়ার গল্প।

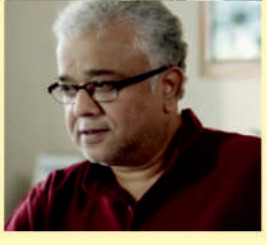

তোপসের ভূমিকায় অভিনয় করার জন্য আমার কিন্তু কোনও মানসিক প্রস্তুতি ছিল না। সিনেমা নিয়ে আমি মোটেই মাথা ঘামাতাম মা। তখন পাঠভবনে পড়ি। ক্লাস এইটের ছাত্র। আমাদের এক মাস্টারমশাই পার্থ বসু, তাঁর সঙ্গে সত্যজিৎ রায়ের ভালো পরিচয় ছিল। আর সত্যজিৎ রায় নিজে যেহেতু পাঠভবনের স্রষ্টা, তাই ছবির জন্য ছোটো ছেলেপুলে দরকার হলে স্কুলে খবর পাঠাতেন। পার্থদার সম্ভবত মনে হয়েছিল, আমি কাজটা করতে পারি। তাই নিয়ে গিয়েছিলেন ওঁর কাছে, ওঁর বাড়িতে। আমি অবশ্য তখন সত্যজিৎ রায় কে, তা-ই জানতাম না। আলাপ করিয়ে দেওয়ার পর উনি নানারকম প্রশ্ন করছিলেন আর তার থেকে বেশ বোঝা যাচ্ছিল যে, আমি অনেক কিছুই জানি না। সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ না-জানা যেটা ছিল, সেটা হল, আমি ফেলুদার নামটাই তখনও শুনিনি। কোনও গল্পই পড়িনি, কিছু শুনিওনি। তাতে অবশ্য উনি প্রথমটায় একটু অবাক হয়েছিলেন, তারপর বেশ যত্ন করে আমাকে বোঝাতে লাগলেন ফেলুদা কে, কী ব্যাপার এইসব। তারপর আমাকে ‘সোনার কেল্লা’ বইটা দিয়ে বললেন, যে এই গল্পটা থেকে একটা ছবি বানানো হবে। তবে পুরোপুরি গল্পটা যেরকম, সেরকম হবে না। বইটা পেয়ে আমি বেশ খুশিই হয়েছিলাম। কিন্তু তারপরেই উনি বললেন, এই ছবিটাতে ফেলুদা কে করবে, সেটা ঠিক হয়ে গেছে। কিন্তু তোপসে এখনও ঠিক হয়নি। তোপসের তোমার মতোই বছর চোদ্দো বয়স। তো তুমি কি তোপসের চরিত্রটা করবে? আমি খোলাখুলিই বললাম, আমি তো কখনও সিনেমা করিনি। কী করতে হয়, কেমন করে করতে হয়, কিছুই তো জানি না। তার উত্তরে উনি বললে, সেটা তোমাকে ভাবতে হবে না। ওটা আমার দায়িত্ব। কিন্তু তোমার ইচ্ছে করছে কি না বলো? এইবার আমি খুব স্পষ্টভাবেই ওঁকে বলে দিলাম যে, আমার মোটেই ইচ্ছে করছে না। কারণ, আমার মা যদি জানতে পারে যে, আমি সিনেমা করার কথা ভাবছি, তাহলে দারুণ বকবে আর আমি মা-কে খুব ভয় পাই। আমি যদিও অভিনয় করব না বলেই সেদিন বেরিয়ে এসেছিলাম। কিন্তু সত্যজিৎ রায় আমার মা-বাবার সঙ্গে কথা বলার পর না-টা হ্যাঁ হয়ে যেতে বেশি সময় লাগেনি। তবে এটা ঠিক, সেদিন যদিও আমি না বলেছিলাম, কিন্তু ওঁর সঙ্গে কাজ করার ফলে তারপরে আমার গোটা জীবনটাই অনেক বদলে গেছিল। এমন অনেক কিছু মানিকজেঠুর কাছে শিখেছিলাম, যেটা সারাজীবন কাজে লেগেছে।

উৎসবের পূর্বকথা

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণাতে উৎসবের পথচলা শুরু

দোলা চৌধুরী

পায়ে পায়ে এগারো বছর পেরিয়ে বারো বছরে পা দেবে কলকাতা আন্তর্জাতিক শিশু কিশোর চলচ্চিত্র উৎসব। ছোটোবেলায় পৌঁছে আমরা বিগত বছরগুলির দিকে যদি একবার ফিরে দেখি তাহলে কেমন হয় ছোট্ট বন্ধুরা! বেশ মজা হয় কিন্তু।

২০১১ সালে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণাতে এই উৎসবের পথচলা শুরু হয়। তাঁরই ভাবনা ছোটোদের এই বাৎসরিক উৎসব। একাধিকবার তিনি ছিলেন এই ফেস্টিভ্যালের উদ্‌বোধক। একেবারে সামনে থেকে উৎসাহ দিয়েছেন।

একদম প্রথম বছর থেকেই বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্রে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এই উৎসবে। যাতে ছোটোরা আনন্দলাভের পাশাপাশি অবশ্যই শিক্ষা লাভ করে এবং তাদের জানার জগৎ হয় প্রসারিত। ট্রিবিউট, রেট্রোস্পেক্টিভ, শতবার্ষিকী শ্রদ্ধাজ্ঞাপন, ধ্রুপদি ছবি, এবং পরে তার সঙ্গে যুক্ত হয় ছোটোদের ছোটো ছবি নির্মাণের কর্মশালা। চার্লি চ্যাপলিন, গ্রিম ব্রাদার্স, বাস্টার কিটন, লরেল- হার্ডি যেমন রাজত্ব করেছেন সেরকমই ছিল বেন হার, সাউন্ড অব মিউজিক, ই.টি, টেন কমান্ডমেন্টস, এর মতো চিরকালীন ছবির জয়জয়কার। আর কুইজ, সেমিনার, বিতর্ক তো বরাবরই ফেস্টিভ্যালের অন্যতম সেরা আকর্ষণ। কল্পবিজ্ঞান, প্রকৃতি, অ্যাডভেঞ্চার, ম্যাজিক, ফ্যান্টাসি এক-একটি বছরে উৎসবের মূলভাবনা রূপে নতুন রং যুক্ত করেছে উৎসবের ক্যানভাসে।

সাংবাদিক সম্মেলন

বাংলার ঐতিহ্যের বিশ্বজনীনতা ফুটিয়ে তোলবার প্রয়াস

শুভদীপ দত্ত

উৎসব শুরুর চার দিন আগে, মানে, ১৯ জানুয়ারি নন্দন ৪ কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল উৎসবের সাংবাদিক বৈঠক। উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী শ্রীইন্দ্রনীল সেন, শিশু কিশোর আকাদেমির সভাপতি শ্রীমতী অর্পিতা ঘোষ এবং তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের ডিরেক্টর কোঅর্ডিনেশন শ্রীকৌস্তভ তরফদার। ছিলেন আকাদেমির সচিব শ্রীমতী মন্দাক্রান্তা মহলানবীশ। এই বৈঠকে প্রকাশিত হয় উৎসবের সম্পূর্ণ অনুষ্ঠান-সূচি বা শিডিউল। মাননীয় মন্ত্রী বলেন, সরস্বতীবন্দনা, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মদিন ও এই উৎসবের শুরুর দিন একই , তাই সব মিলিয়েই এক মহাউৎসবের আমেজে মেতে উঠবে আরও অনেক বেশি সংখ্যক মানুষ। উপস্থিত সাংবাদিক বন্ধুদের এই উৎসবকে আরও বেশি সংখ্যক মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার বার্তাও তিনি দেন।

বাংলার ঐতিহ্যে যে বিশ্বজনীনতা আছে, সেটিকে এই উৎসবের মধ্যে দিয়ে ফুটিয়ে তোলবার প্রয়াসের বিষয়ে আলোচনা করেন আকাদেমির সভাপতি শ্রীমতী অর্পিতা ঘোষ। তিনি জানান, উৎসব উপলক্ষ্যে আয়োজিত হবে এমন এক সুন্দর তথ্যসমৃদ্ধ প্রদর্শনীর কথা। সেখানেও উপস্থাপিত হবে দেশ-বিদেশের নানা গুপ্তধনের সিনেমা আর কাহিনিমালার কথা। আকাদেমির সচিব অনুষ্ঠানের পরিকাঠামো সম্পর্কিত বিষয়গুলির উল্লেখ করেন। বৈঠকে উপস্থিত সাংবাদিকদের সঙ্গে অন্যান্য ফিল্মপ্রেমী সাধারণ মানুষের উৎসাহও ছিল বেশ চোখে পড়ার মতো।

পঞ্চাশ পেরিয়েও দর্শকপ্রিয়

দীপান্বিতা রায়

'সন্দেশ'-এর পাতায় ১৯৬৫-এর ডিসেম্বর সংখ্যায় আত্মপ্রকাশ করে ফেলুদা। ১৯৭৪-এর ২৭ ডিসেম্বর মুক্তি পেল 'সোনার কেল্লা'। জাতিস্মরের গল্প। ছোটো ছেলে মুকুল বলে তার পূর্বজন্মের গল্প। সে নাকি থাকত সোনার কেল্লায়। নানা রঙের পাথরের কথাও বলে মুকুল। আর তার থেকেই জমে ওঠে গুপ্তধনের গল্প। গুপ্তধনলোভী দুষ্টু লোকদের সঙ্গে প্রদোষচন্দ্র মিত্তিরের লড়াই। এখানে একটা বিষয় লক্ষণীয়, সেটা হচ্ছে জাতিস্মরের প্রসঙ্গ। ছয়-সাতের দশকে কিন্তু বাঙালি মধ্যবিত্তের জাতিস্মর নিয়ে আগ্রহ ছিল। মানুষের এই কৌতূহলটাকে খুব সুন্দরভাবে কাজে লাগিয়েছেন সত্যজিৎ রায়। এক্ষেত্রে কুশল চক্রবর্তীর বিশ্বাসযোগ্য অভিনয়ও তাঁকে নিশ্চিত সাহায্য করেছে। ওইরকম বয়সের একটা বাচ্চা, যে নিজের চারপাশের জগতের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা একটা পৃথিবীতে বাস করে এই অভিব্যক্তিটা কুশল চমৎকার ফুটিয়েছিলেন। সেই কারণেই মুকুল যখন আবার তার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসে, তার সেই হাততালি দিয়ে উচ্ছল স্বতঃস্ফূর্ত হাসি দর্শকরা খুবই উপভোগ করেছে। তবে 'সোনার কেল্লা' যে পঞ্চাশ পেরিয়েও দর্শকদের কাছে এত জনপ্রিয় তার কারণ কিন্তু অন্য।

এত নিখুঁত, টানটান থ্রিলার বাংলায় প্রায় তৈরি হয়নি বললেই চলে। গল্প এগোয় একেবারে মসৃণভাবে। প্রতিটি দৃশ্য যেন একে অপরের সঙ্গে খাপেখাপে গাঁথা। সংক্ষিপ্ত, যথাযথ ধারালো সংলাপ। এই ছবি বা গল্পতেই আমরা প্রথম জটায়ুকে পাই। জটায়ু চরিত্রে সন্তোষ দত্ত তাঁর অভিনয়ের গুণে বাঙালি দর্শকদের মনে স্থায়ী জায়গা করে নিয়েছেন। কিন্তু ভবানন্দ এবং মন্দার বোসও ছবির আকর্ষণ বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। সিরিয়ো কমিক চরিত্র। তারা ভিলেন মানে খলনায়ক, কিন্তু দর্শক তাদের ওপর রাগ বা ঘৃণা ঠিক করতে পারে না, পর্দায় তাদের উপস্থিতি উপভোগ করে। সব মিলিয়ে বলা যেতেই পারে, একটি সাধারণ গোয়েন্দা গল্প হওয়া সত্ত্বেও 'সোনার কেল্লা' ছবিটি প্রায় ধ্রুপদি পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে এবং অর্ধশতক পরেও তার আবেদন অক্ষুণ্ণ।

উৎসবে এবারের থিম

রুপোলি পর্দায় সোনালি গুপ্তধন

সম্রাট মুখোপাধ্যায়

গুপ্তধনের ছড়াছড়ি এবার উৎসবে! সত্যজিৎ-সুনীল-শীর্ষেন্দু! একসঙ্গে এক আসরে। তাঁদের কল্পবিজ্ঞান-অ্যাডভেঞ্চার-অদ্ভুতুড়ের রোমাঞ্চ একসঙ্গে। বই থেকে সোজা পর্দায়। এবারের উৎসবের মূলভাবনা গুপ্তধন খোঁজার অভিযান। বাঙালি বড়ো হয় রবীন্দ্রনাথের 'গুপ্তধন', শরৎচন্দ্রর 'শ্রীকান্ত', লীলা মজুমদারের 'পদিপিসির বর্মিবাক্স' পড়ে। তারপর হাতে পায় হেমেন্দ্রকুমার রায়, প্রেমেন মিত্তিরদের। ফলে এ তার নাড়ির টান।

'চাঁদের পাহাড়' উপন্যাসের জন্য বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'ফাদার অব দ্য অ্যাডভেঞ্চার ইন বেঙ্গলি লিটারেচার' বলা যায়। ১৯৩৭ সালে প্রকাশিত কিশোর উপন্যাস কমলেশ্বর মুখোপাধ্যায় পর্দায় এনেছেন আট দশক পরে। কখনও আফ্রিকা না-দেখেও বাঙালি ছেলে শংকরকে সেখানে পাঠিয়েছিলেন বিভূতিভূষণ! সেটাও কম দুঃসাহস ছিল না।

এই শতকের শুরুতে যে কয়েকটা সিনেমা বুঝিয়েছিল, বাংলা সিনেমার বদল শুরু হয়ে গেছে, 'পাতালঘর' তারই একটি। পরিচালক অভিজিৎ চৌধুরী চমকে দিয়েছিলেন শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের অদ্ভুতুড়ে সিরিজের হাসি-রহস্য-ভূত-বিজ্ঞান পুরো মিশ্রণটাকে ধরে ফেলে! ২০১৩-তে সৃজিত মুখোপাধ্যায় পর্দায় আনলেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কাকাবাবু ওরফে রাজা রায়চৌধুরীকে। পরের এক দশকে ট্রিলজি। মরুভূমি-পাহাড়-জঙ্গল। 'মিশর রহস্য', 'ইয়েতি অভিযান', 'কাকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' ('জঙ্গলের মধ্যে এক হোটেল' অবলম্বনে)। তিনবারই কাকাবাবু প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়।

ফেলুদাকে পর্দায় এনেছিলেন সত্যজিৎ রায়। শঙ্কুকে আনেননি। সেই দুঃখ দূর করলেন সন্দীপ রায়। 'প্রোফেসর শঙ্কু ও এল ডোরাডো' বানিয়ে। নামভূমিকায় ধৃতিমান চট্টোপাধ্যায়। সঙ্গে উচ্চাকাঙ্ক্ষী ভিএফএক্স। যেন পর্দায় গ্রাফিক নভেল!

সিনেমার নামে দুই 'কাল্ট' কাহিনি 'সোনার কেল্লা' আর 'যকের ধন' থাকলেও সায়ন্তন ঘোষাল 'সোনার কেল্লায় যখের ধন' ছবিতে গল্পের জন্য কোথাও হাত পাতেননি। চিত্রনাট্যে ছায়া সত্যজিৎ-কাহিনির লোকেশনের। আর হেমেন-কাহিনির বিমল-কুমার এখানে জোড়া রহস্যভেদী।

১৮৮৩-তে প্রকাশিত রবার্ট লুই স্টিভেনসনের 'দ্য ট্রেজার আইল্যান্ড' বিশ্ব জুড়ে গুপ্তধন-কাহিনির ক্ষেত্রে কিংবদন্তি। বহুবার পর্দায় এসেছে এই কাহিনি। তার মধ্যে ১৯৯০-এ মুক্তি পাওয়া ফ্রেজার হেস্টনের ছবিটা দেখা যাবে এই উৎসবে। আরব্য উপন্যাস মানেই ঘড়া ঘড়া ধনরত্ন! তার মধ্যে থেকে আলিবাবার কাহিনিটিকে নিয়ে দীনেন গুপ্ত বানিয়েছিলেন 'মর্জিনা আবদাল্লা'। এবারের উৎসবে আছে। আছে স্লোভানিয়ার ছবি 'তারতিনিজ কি', যা আসলে রোমান কুকোভিচের লেখা জনপ্রিয় কাহিনির সিনেমারূপ। একটি ভুল জায়গায় পৌঁছোনো এসএমএস ধাওয়া করে গুপ্তধনের কাছে তিন খুদের পৌঁছোনোর গল্প।

গুপ্তধনের গল্প: আকর্ষণ আজও অটুট

রূপক চট্টরাজ

গুপ্তধন এমন একটা বিষয় যে তা নিয়ে মানুষের আগ্রহ কিন্তু আজও অক্ষুণ্ণ। সময়ের সঙ্গে তথ্যপ্রযুক্তি বদলায়, মানুষের চিন্তাভাবনা, দৃষ্টিভঙ্গি বদলে যায়, কিন্তু গুপ্তধন নিয়ে আগ্রহ কমে না। সাম্প্রতিক সময়ে সোনাদা সিরিজের তিনটি ছবির সাফল্য এটাই বুঝিয়ে দেয়। 'গুপ্তধনের সন্ধানে', 'দুর্গেশগড়ের গুপ্তধন' এবং 'কর্ণসুবর্ণের গুপ্তধন' তিনটি ছবিই যথেষ্ট জনপ্রিয়। অক্সফোর্ড-ফেরত অধ্যাপক সুবর্ণ সেন এবং তার দুই সহকারী আবির আর ঝিনুক এই ছবির মূল চরিত্র। তবে পুরো গল্পটাই গড়ে ওঠে গুপ্তধনের সন্ধান নিয়েই। গল্পলেখক সোনাদার স্রষ্টা শুভেন্দু দাশমুন্সী খুব মুনশিয়ানার সঙ্গে ইতিহাস আশ্রিত গুপ্তধনের কথা বলেন যার মাধ্যমে দর্শকদের বাংলার ইতিহাস বিষয়েও কিছু প্রাথমিক ধারণা তৈরি হয়ে যায়। এছাড়া গুপ্তধনের গল্পে যা থাকে—ধাঁধা, রহস্য, অ্যাডভেঞ্চার সবই এখানে আছে। সব ছবিতেই একদল দুষ্টু লোক গুপ্তধনের দখল নেওয়ার চেষ্টা করে, ফলে তার সঙ্গে সোনাদার টক্কর জমে ওঠে এবং এই সব মিলেমিশেই তৈরি হয় জমজমাট গুপ্তধনের ছবি।

বিভূতিভূষণের 'চাঁদের পাহাড়' কাহিনি অবলম্বনে পরিচালক কমলেশ্বর মুখোপাধ্যায়, 'চাঁদের পাহাড়' ছবি তৈরি করেন। 'চাঁদের পাহাড়' কিন্তু কোনও গুপ্তধনের গল্প নয়। যদিও গল্পের নায়ক শংকর ছবির শেষে হিরের খনির সন্ধান পায়। কিন্তু এই ছবির সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে পরিচালক 'চাঁদের পাহাড়'-এর পরবর্তী পর্যায়ের যে ছবিটি তৈরি করলেন সেই 'আমাজন অভিযান' কিন্তু গুপ্তধনের গল্প। গল্প লিখলেন পদ্মনাভ দাশগুপ্ত। অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় শংকর এখানে আমাজনের গভীর জঙ্গলে যাচ্ছে সোনার শহর এল ডোরাডো খুঁজতে। আমরা জানি, এল ডোরাডোর সন্ধানে গিয়েছিলেন সত্যজিতের সৃষ্ট প্রোফেসর শঙ্কুও। সেই ছবিও পরে তৈরি হয়েছে সন্দীপ রায়ের পরিচালনায়। ঠিক একই ভাবে সিনেমার মতো সাহিত্যেও কিন্তু গুপ্তধনের গল্পের আজও একটা ভালোরকম চাহিদা আছে। বাংলায় এখন যাঁরা লিখছেন, তাঁরাও অনেকেই কিশোরপাঠ্য লেখায় গুপ্তধনের প্রসঙ্গ এনেছেন। যেমন হিমাদ্রিকিশোর দাশগুপ্তর 'গরুড় দেবতার গুপ্তধন', সৈকত মুখোপাধ্যায়ের লেখা 'মন্দিরে কঙ্কালপক্ষী', দীপান্বিতা রায়ের 'বড়োমার বাক্স' পাঠকদের মধ্যে যথেষ্ট জনপ্রিয়।

তবে সময়ের সঙ্গে সাহিত্যও তার ধরন বদলায়। তাই গুপ্তধন মানেই শুধু ঘড়া-ভরা মোহর কিংবা বাক্সভরা মণিরত্ন নয়, অন্য কিছুও যে হতে পারে, সেই ধারণার স্বাদ পাওয়া যায় দীপান্বিতা রায়ের লেখা বইতে। যেমন 'কর্পূরকাঠের বাক্স' গল্পে ছেলেমেয়েরা শেষ পর্যন্ত খুঁজে পায় তাদের পূর্বপুরুষ এক কবিরাজের হাতে লেখা খাতা, যাতে আছে বহু দুষ্প্রাপ্য গাছগাছড়া থেকে ওষুধের ফর্মুলা। গুপ্তধনের ধারণা বদলে যায় সময়ের সঙ্গে, বদলায় না তার আকর্ষণ।

এবারের উৎসব একনজরে

দেখানো হবে মোট ৩২টি দেশের ছবি

আমেরিকা, রাশিয়া, চিন, জাপান তো আছেই। আছে হাঙ্গেরি, পোল্যান্ড, সুইটজারল্যান্ড, নেদারল্যান্ডস, জার্মানি, ফ্রান্সের ছবিও। এমনকি ব্রাজিল, ইরান, স্লোভানিয়ার সঙ্গে কাজাকাস্তান, উজবেকিস্তান, চেক প্রজাতন্ত্রের ছবিও দেখা যাবে উৎসবে।

মোট সিনেমার সংখ্যা ১৮০ টি

বাংলা ছাড়া অন্য ভাষাতে তৈরি মোট ভারতীয় ছবির সংখ্যা ১০টি

হিন্দি ছাড়াও আছে অসমিয়া, গুজরাটি, ওড়িয়া, মালয়লম, গাড়োয়ালি ছবিও।

মোট প্রেক্ষাঘরের সংখ্যা ৮ টি

নন্দন ১, নন্দন ২, নন্দন ৩, রবীন্দ্রসদন, শিশির মঞ্চ, চলচ্চিত্র শতবর্ষ ভবন, রবীন্দ্র ওকাকুরা ভবন, রবীন্দ্র তীর্থ। তার সঙ্গে খোলা মাঠ একতারা মুক্তমঞ্চতে সন্ধের শো তো আছেই।

এবারের থিম গুপ্তধনের সন্ধান আর অভিযান

শতবার্ষিক শ্রদ্ধাঞ্জলি

সুরকার সলিল চৌধুরি, অভিনেতা সন্তোষ দত্ত এবং অভিনেত্রী তৃপ্তি মিত্র। ২৬ জানুয়ারি ২০২৬, শিশির মঞ্চ।

এবারের উদ্‌বোধক

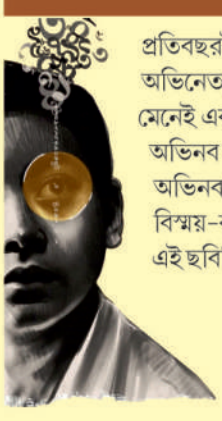

প্রতিবছরই উৎসবের সূচনা হয় একজন শিশু-কিশোর অভিনেতা বা অভিনেত্রীর হাতে। সেই ধারাবাহিক ঐতিহ্য মেনেই এবারের এই বারো বছরের উৎসবের আলো জ্বলবে অভিনব বড়ুয়ার হাতে।

অভিনব ফেলুদার নতুন ছবি 'নয়ন রহস্য'তে সেই বিস্ময়-বালক নয়ন চরিত্রে অভিনয় করে। তার অভিনীত এই ছবিটি দেখানোও হবে এবারের উৎসবে।

অভিনব উৎসাহ! অভিনব উপহার!!

ভাবাই যায়নি, এবারে এই অভিনব উৎসবের খুদে ডেলিগেটের সংখ্যা হাজার পার হয়ে যাবে! উৎসব শুরুর বহু আগে থেকেই আকাদেমির আপিসে ফোন বেজেই চলে। বিজ্ঞাপন হতে-না হতেই আবেদনপত্র জমা পড়া শুরু। তা-ই বলে একেবারে প্রায় দেড় হাজার নট আউট! খুদে খুদে এইসব বিশেষ আমন্ত্রিত অতিথির জন্য এবার একেবারে অভিনব উপহার। উৎসবের থিম গুপ্তধনের সন্ধান বলেই তাদের উপহার ভরা হয়েছে জলপাই রঙের অভিযানে বেরোবার মতো ব্যাগে! ভিতরে তাদের ছবিলাগানো আর তার অভিভাবকের জন্য কার্ড তো আছেই। তার সঙ্গে আছে সত্যিকারের একটি দূরবিন আর একটি আতশকাচ। আর আছে একটি চমৎকার ছোট্ট বাহারি ট্রেজার বক্স। তার ভিতরে আছে সোনার মোহরের মতো দেখতে একটি সুস্বাদু চকোলেটও। অভিযান-প্রস্তুতির উপকরণ আছে, আছে অভিযান শেষের প্রাপ্তিও। এবার এইসব খুদে অভিযাত্রী ভিড় করবে উৎসব প্রাঙ্গণে। জমে উঠবে উৎসবের সাত সাতটি দিন।

উদ্‌বোধনী চলচ্চিত্র: 'সোনার কেল্লা'
পরিচালক: সত্যজিৎ রায়। ১৯৭৪

সমাপ্তি চলচ্চিত্র: 'পক্ষীরাজের ডিম'
পরিচালক: সৌকর্য ঘোষাল। ২০২৫

বিশেষ ফোকাল থিম ১: ফেলুদার গল্প প্রকাশের ৬০ বছর

বিশেষ ফোকাল থিম: ২ খেলাধুলার ছবি

অভিনব পরিকল্পনা

ছোটোদের তৈরি মোবাইলে তৈরি সিনেমার প্রদর্শনী ও সেই ছবির প্রতিযোগিতা। সেখানে মোট প্রদর্শিত ছবির সংখ্যা ৪০।

এবারের প্রদর্শনী

এবারের প্রদর্শনীর বিষয় '**গুপ্তধনের অভিযানে**'।
স্থান গগনেন্দ্র শিল্পপ্রদর্শশালা। দুপুর ১ টা থেকে রাত ৮ টা।

কুইজ

২৫ জানুয়ারি ২০২৬ বিকেল ৩টে, মুক্তমঞ্চ

সংকলন **জেবা মুন্সি**

দ্বাদশ কলকাতা আন্তর্জাতিক শিশু কিশোর চলচ্চিত্র উৎসব, ২০২৬ উপলক্ষ্যে শিশু কিশোর আকাদেমি, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার দ্বারা প্রকাশিত।
উৎসব অধিকর্তা **অর্পিতা ঘোষ** (সভাপতি)। প্রকাশক **মন্দাক্রান্তা মহলানবীশ**, উৎসব আহ্বায়ক ও সচিব, শিশু কিশোর আকাদেমি।
প্রকাশনা তত্ত্বাবধান **শর্বাণী বন্দ্যোপাধ্যায়**, প্রকাশনা পরিচালক, শিশু কিশোর আকাদেমি। মুদ্রণ: শ্রীমা এন্টারপ্রাইজ, ৩৫, বৈদ্যনাথ দত্ত সরণি, হাওড়া ৭১১১১৩।
যুগ্ম সম্পাদক **শুভেন্দু দাশমুন্সী, দীপান্বিতা রায়**।